সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

দুরন্ত বার্তা

রেকর্ড অর্থে মরুদেশেই পা বাড়ালেন রোনাল্ডো

● ৮ পাতায়

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 32 Sunday, 1 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ❋ ১৬ পৌষ, ১৪২৯, রবিবার, ১ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পঞ্চম দফার দুয়ারে সরকারে ৯৭ লক্ষ নাম নথিভুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে পঞ্চম দফার দুয়ারে সরকার শিবির থেকে পরিষেবা পেতে ৯৭ লক্ষ নাগরিক নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। আজ এই শিবিরের শেষ দিনে নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এইবার রাজ্যজুড়ে বিরাশি হাজার ৩৪৫টি শিবির আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানান হয়েছে। যার মধ্যে ভ্রাম্যমান শিবির ছিল ২৮ হাজার ৩৮১টি। শিবিরগুলিতে মোট এক কোটি ৭ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এরমধ্যে নতুন পরিষেবা হিসাবে যুক্ত বিদ্যুৎ বিল মকুবের জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে বলে জানান হয়েছে। উল্লেখ্য গত পয়লা নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে এই শিবির শুরু হয়েছিল। পরে দুই দফায় শিবিরের সময়সীমা বাড়ানো হয়। এইবার এই শিবির থেকে বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সহ মোট ২৭টি পরিষেবার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার থেকে চালু জোকা-তারাতলা মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ গতকাল উদ্বোধন হওয়া জোকা তারাতলা মেট্রো প্রকল্পটি আগামী সোমবার থেকে সাধারনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সকাল দশটায় জোকা থেকে এবং সাড়ে দশটায় তারাতলা থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে। অন্যদিকে জোকা থেকে বিকাল ৫টায় শেষ ট্রেন ছাড়বে। আপাতত সোম থেকে শুক্রবার ৬টি স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ১২টি ট্রেন চলাচল করবে। সারাদিনে একটি মেট্রোই আপ-ডাউন যাতায়াত করবে। অর্থাৎ, যেটি আপ লাইনে যাবে, সেটিই ডাউনে ফিরে আসবে এবং তারপর আবার আপ লাইনে যাবে। শনি ও রবিবার কোন ট্রেন চলবে না বলে জানান হয়েছে। উল্লেখ্য এই যাত্রাপথে সর্বনিম্ন ৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ কুড়ি টাকা ভড়া ধার্য করা হয়েছে।

আবাস যোজনা প্রকল্পে পঞ্চাশ হাজার পাট্টা দেবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্য সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি তৈরির সুবিধা দেওয়ার জন্য ভূমিহীনদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম দফায় এই রকম পঞ্চাশ হাজার পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে আজ রাত বারোটার মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আপলোড করার কাজ শেষ করে ফেলার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুবিধা প্রাপকদের আগামী মার্চ মসের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করে ফেলতে হবে বলেও জানান হয়।

রাজ্য ডিএলএড পরীক্ষার ফল প্রকাশিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে ২০২০-২২ শিক্ষাবর্ষের ডিএলএড পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। চলতি বছর নভেম্বর মাসে নেওয়া ওই পরীক্ষায় ৪২ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী ডি এল এড এর চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় বসে ছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ৩৯ হাজার প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম বিভাগে ডিস্টিংসান সহ পাস করেছেন ২৮৭২৬ জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন ১০২৪৫ জন। ৯ জন পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছেন। প্রথম বিভাগ প্রাপক মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কুড়ি হাজার এর বেশি।

আজ ২৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজনৈতিক দল হিসাবে এবার ২৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীকাল অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। ২০২১-কে কড়া চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ আসছে। এটা ধরে নিয়েই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা দিতে চায় রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেস সোমবার ২ জানুয়ারি নজরুল মঞ্চে একটি প্রচার কর্মসূচি ঘোষণা করবে। যেখানে রাজ্য সরকারের দেওয়া সামাজিক প্রকল্পগুলির বহুমুখী দিকগুলি দেখানো হবে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক এবং রাজ্য মন্ত্রী সহ দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেবেন। রাজ্য, জেলা ও ব্লক কমিটির আধিকারিকদের পাশাপাশি দলের মহিলা ও যুব ফ্রন্টের সদস্যরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। নজরুল মঞ্চে সোমবারের অনুষ্ঠানটি দলীয় কর্মীদের সম্মেলন হিসাবে ঘোষিত হলেও, এই দিনটি তৃণমূল কংগ্রেসের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একেবারে পরেরদিনই করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের আলাদা দল গঠন করেছিলেন। ২০২১ সালের বাংলার নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস 'দিদিকে বলো', 'বাংলার গর্ব মমতা' এবং 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়'-এর মতো প্রচার ইভেন্ট চালু করেছিল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র সুখেন্দু শেখর রায় জানিয়েছেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসের ২৫ বছর। এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগ, জনমুখী আন্দোলন জড়িয়ে আছে। দেশে এমন নজির নেই। ২০১৬ আগে পর্যন্ত আমরা আঞ্চলিক দল ছিলাম। স্বরাজ দল, বাংলা কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সীমিত সাফল্য পেলেও, ধারাবাহিক দাগ কাটতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে সংগঠিত করেছেন। প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে তাঁর উপর। এর পর নানা গণ আন্দোলন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই যার উদাহরণ। কৃষকদের অধিকার রক্ষা, শান্তি ফেরানো অনেক ঘটনা আছে।'' তিনি আরও বলেন, ''২৫ বছরের ধারাবাহিকতা অনেক অনেক আছে। ২০০৯ থেকে ২০২২ লাগাতার সব ভোটে আমরা জিতেছি। বিপুল জয় হয়েছে। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে এমন প্রচার চলেছিল। যদিও মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দিলেন। এমন নজির কোথাও কিন্তু নেই। তৃণমূল কংগ্রেস নিজস্ব দল বাংলার। বাম-কংগ্রেস শূন্য পেয়েছে। বাংলার মানুষ বর্জন করেছে তাদের।'' সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, ''আমরা আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি না। বিজেপির দখল করতে না পারার হতাশা আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। নতমস্তকে মানুষের কাছে যাব। দেশে বিজেপি কী কী সর্বনাশ করছে সেটা বোঝাব। এজেন্সির অপব্যবহার ও বকেয়া না পাওয়া প্রচারে যাব।''

লক্ষ্য ২৪, বাংলায় চোদ্দটি জনসভায় থাকবেন মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ হাতে সময় আর খুব বেশি নেই। দেখতে দেখতে ২০২৩ এসে গেল। বছর ঘুরলেই দিল্লিতে কুর্সির লড়াই। তাই আরও কোনও সময় নষ্ট করতে চাইছে না গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, আবারও ঘন ঘন বাংলার মাটিতে দেখা যাবে মোদি-শাহদের। কার ভাগে কটি কেন্দ্রের জনসভা, সেই হিসেবও নাকি কষা হয়ে গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী ৭ জানুয়ারি রাজ্যে জনসভা করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি জে পি নাড্ডা । বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বাংলা জুড়ে মোট ১৪টি সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ২০২৪-এর আগে বেশ কয়েকবার বাংলায় আসবেন বলে জানা গিয়েছে। অমিত শাহ এবং জে পি নাড্ডা করবেন ১২টি করে মোট ২৪টা জনসভা। তার মধ্যে প্রথম জনসভা হবে ৭ জানুয়ারি চণ্ডীতলায়। সেই সভায় থাকবেন নাড্ডা। ৮ জানুয়ারি তাঁর আরও একটি সভা করার কথা আছে। এরই মধ্যেই দিল্লি থেকে বঙ্গ বিজেপিকে জানানো হয়েছে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রীও। সূত্রের খবর, দুটি বা তিনটি করে লোকসভা নিয়ে একটা করে ক্লাস্টার তৈরি করা হচ্ছে। ৪২টি লোকসভাকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই ১৪টি ক্লাস্টারে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে গেরুয়া শিবিরে যে অস্বস্তি রয়েছে, তা কাটাতে ফের আসরে নামছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। বিধানসভা নির্বাচনের আগেও দেখা গিয়েছে মোদি, অমিত শাহের মতো শীর্ষ নেতৃত্বের আনাগোনা। জেলায় জেলায় গিয়ে একের পর এক সভা করতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। এবার সেই আবহই ফিরছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনও আছে। তবে বাংলার ৪২ টি আসন যে লোকসভার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, সেটা আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। উল্লেখ্য, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১৮ আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি।

মাতৃবিয়োগেও কর্মে বিরতি নেননি প্রধানমন্ত্রী! শুভেন্দু বললেন, 'সবার শেখা উচিত'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ শুক্রবার প্রয়াত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেন মোদি। হাওড়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও পরে গুজরাতে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ভার্চুয়ালি সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্যপরায়ণতা দেখে আমাদের প্রত্যেকেরই শেখা উচিত। পিতা মাতা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই অন্যতম বড় সম্পদের প্রয়াণের পর প্রাচীন রীতিনীতি ও সনাতনী সংস্কৃতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পরপরই বাংলার জন্য ভার্চুয়ালি বন্দে ভারত সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি দায়িত্ববোধের প্রতি তাঁর যে নিষ্ঠা দেখালেন, তা সত্যিই শিক্ষণীয়।'' পাশাপাশি এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী এও বলেন, ''এই কর্তব্যপরায়ণতা প্রত্যেকেরই যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন, যাঁরা জনপ্রতিনিধি, দেশ গড়ার কারিগর, মন্ত্রী, আমলা সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নরেন্দ্র মোদিজিকে দেখে অনুসরণ করা উচিত। প্রবল শোকের মধ্যেও তিনি যেভাবে বাংলার উন্নয়নে সাথী হলেন, তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।'' বিরোধী দলনেতা বলেন, ''আমি মনে করি, সমাজ ও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যে কর্তব্য পালনের মানসিকতার নজির সামনে আনলেন, তাতে প্রত্যেকের কাছেই কর্তব্য পালনের মানসিকতা আরও বেশি জাগ্রত হবে।'' প্রসঙ্গত, হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থেকেই শুক্রবার সমস্ত কর্মসূচি পালনের কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরই শুক্রবার সমস্ত অনুষ্ঠানে বদল আনা হয়। সকালে আহমেদাবাদে গিয়ে মা হীরাবেন মোদির শেষকৃত্য সম্পন্ন করে গান্ধিনগর থেকে ভার্চুয়ালি হাওড়া স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''ভারতীয় রেলের বিকাশ ও আধুনিকীকরণে জোরদার কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশ অমৃত মহোৎসব পালন করছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হওয়ার কথা ছিল। আমরা সেই কাজ করলাম। জোকা থেকে তারাতলা মেট্রো তৈরি হয়ে গেল।'' তিনি আরও জানান, ''ভারতীয় রেলের বিকাশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে রেকর্ড অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বন্দে ভারত, তেজস, আধুনিক ট্রেন তৈরি হচ্ছে। সুরক্ষিত আধুনিক কোচের সংখ্যা বাড়ছে। স্টেশন হচ্ছে বিমানবন্দরের মতো। রেলের বৈদ্যুতিকরণ সহ একাধিক কাজ হচ্ছে। ভারতীয় রেল বদল আসছে। এখন অনেক আধুনিকতার অনেক কাজ হচ্ছে। আগামী ৮ বছরেও ভারতীয় রেলে আধুনিকতা আরও আসবে।''

বিধানসভায় বিল পাস করিয়ে জয় শ্রীরাম নিষিদ্ধ করে দিন দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়া হয়। যার জেরে অনুষ্ঠান মঞ্চেই উঠতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। গোটা অনুষ্ঠানে মঞ্চের নীচে বসেছিলেন তিনি। কেন সরকারি অনুষ্ঠানে এমন স্লোগান দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন শাসকদলের। পাল্টা বিজেপির দাবি, এটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ। শনিবার নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''ইংরেজরা সার্কুলার জারি করে দেশে বন্দে মাতরম বলা বন্ধ করেছিল। তৃণমূল জয় শ্রীরাম নিষিদ্ধ করে দিক। মানুষ বুঝে যাবে, এরা কারা?'' একইসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''আমাদের দেশে বন্দে মাতরম বলতে আইনি বাধা নেই। জয় শ্রীরাম বলতেও বাধা নেই। উনি ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? আমাদের পিছনে তো রেগুলার জয় বাংলা বলছে। আমরা কি ক্ষেপে যাই? যদি আপনার জয় শ্রীরাম শুনতে আপত্তি থাকে, বিধানসভায় বিল নিয়ে আসুন। রোজ তো কিছু না কিছু বিল আনেন। বিল এনে পাস করিয়ে রাজ্যে জয় শ্রীরাম নিষিদ্ধ করে দিন।'' দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্যের পাল্টা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''এর আগে ভিক্টোরিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুষ্ঠানে জয় শ্রীরাম বলে চিৎকার করতে শুরু করল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারি অনুষ্ঠানেও জয় শ্রীরাম। রাম মানে শুধু বিজেপি এমন নয়, রাম তো সকলের। কিন্তু দিলীপদাদের যদি সর্বক্ষণ জয় শ্রীরাম বলার হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে সব কাজ করার আগেই জয় শ্রীরাম বলুন না।'' শুক্রবার 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছনোর পর দর্শক আসন থেকে এই রব ওঠে। এরপর আর অনুষ্ঠানমঞ্চেই ওঠেননি মমতা। রেলের আধিকারিকরা পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে মুখ্যমন্ত্রী আর মঞ্চে ওঠেননি। মঞ্চের বাঁদিকে একটি চেয়ারে বসেন তিনি। সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রীর মায়ের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেন। মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়েই সবুজ পতাকা নিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনাও করেন।

'পুলিশের মাথা ফাটিয়ে দিন', প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৩১ ডিসেম্বরঃ প্রকাশ্যে বিজেপির বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে থানা জ্বালিয়ে দেওয়ার নিদান। পাশাপাশি থানার ওসি -আইসিদের মাথা ফাটানোর নিদান দিতে শোনা গেল বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে। চলতি মাসের ২৭ তারিখ ভুরকুণ্ডা পঞ্চায়েতের সামনে বিজেপির গ্রামীণ মণ্ডলের সভাপতি দিলীপ বৈদ্যকে মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। তাই শনিবার অশোকনগর থানার সামনে নৈহাটি রোডের ওপর বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকেই পুলিশের বিরুদ্ধে এই হুমকি দিতে শোনা গিয়েছে বিজেপির বিধায়ককে। বিজেপি বিধায়ক এদিন বলেন, ''তৃণমূল আবাস যোজনায় পক্ষপাতিত্ব করে অনেককে ঘর পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।'' সেই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধেও এদিন তোপ দেগেছেন তিনি। বিধায়কের দাবি, কিছু অযোগ্য লোককে ওসি করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''যদি দেখেন কোনও ওসি বা আইসি যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, যদি দেখেন তৃণমূলের দালালি করছেন, তাহলে মাথা ফাটিয়ে দিন।'' সেই সঙ্গে এও বলেন, ''ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের পাশে থাকবে, যত টাকা লাগে, তা দিয়ে আমরা ছাড়াব।'' এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, ''বিজেপির অনেক কর্মীর দেহ আমাদের শ্মশানে নিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের ভিতরে আগুন আছে। আর এসবের জন্য দায়ী পুলিশ।'' সাধারণ মানুষও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বলে দাবি করেছেন তিনি। এর আগেও বিতর্কের মুখে পড়েছেন এই বিধায়ক। ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বিডিও-কে গণধোলাই দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশকেও গাছে বাঁধার হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সময়ও নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন তিনি। হাবরার তৃণমূল নেতা নারায়ণ সাহা এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে অশান্তি তৈরি করার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, ক্ষমতা থাকলে বিজেপি থানা ভেঙে দেখাক। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

লোকসভা ভোটের আগেই সিএএ কার্যকর শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৩১ ডিসেম্বরঃ ফের একবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নদিয়ার ধানতলায় একটি সভা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সভামঞ্চ থেকেই শুভেন্দু বললেন, ''ভরসা রাখুন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর। আর একটা লোকসভা ভোট পেরোবে না, তার আগেই আপনারা সিএএ কার্যকর দেখতে পাবেন। গুজরাটে কার্যকর শুরু হয়ে গিয়েছে, এখানেও হবে।'' এর পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়ন ও তাঁদের দাবি পূরণের জন্য যে বিজেপি সর্বদা সচেষ্ট, সেই কথাও এদিন বুঝিয়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী। মতুয়া ভাবাবেগে শান দিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ''আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরনগরে অমিত শাহর সভায় থাকার। তিনি বলেছিলেন, করোনার টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা সিএএ কার্যকর করব। ২০২২ সালের ৫ মে শিলিগুড়িতেও তিনি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আইন তো হয়ে গিয়েছে। কার্যকর শুধু সময়ের অপেক্ষা।'' আগামিকাল কল্পতরু উৎসবের আগে শুভেন্দুর প্রার্থনা, ২০২৩ সালে যেন সিএএ কার্যকর হয়ে যায়। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ''সিএএ কার্যকর শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই কথা আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে বলে যেতে চাই।'' সিএএ নিয়ে তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মুখে 'ক্যা-ক্যা-ছি-ছি' খোঁচার কথাও এদিন উঠে আসে বিরোধী দলনেতার গলায়। শুভেন্দুর প্রশ্ন, চাকরি পেলে ভিআরএসের জন্য গেলে কেন দলিল খোঁজা হয়? কেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে জানতে চাওয়া হয় একাত্তরের আগের দলিল আছে কি না? প্রসঙ্গত, সিএএ নিয়ে এর আগেও একাধিকবার শুভেন্জু অধিকারী সরব হয়েছিলেন। যখন গুজরাটে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে, তখনও সেই প্রসঙ্গ টেনে বাংলাতেও সিএএ হবে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। যদিও গুজরাটে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘটনাটি সিএএ, ২০১৯ অনুযায়ী হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বুলেট প্রুফ গাড়িতে ভারত জোড়ো যাত্রায় আপত্তি, বড় দাবি রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বরঃ নিরাপত্তা নিয়ে সিআরপিএফের অভিযোগের পাল্টা দিলেন রাহুল গান্ধি। আজ দিল্লিতে দলের সদর দফতরে তিনি জানান, তাঁকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে ভারত জোড়ো যাত্রা করতে বলা হয়েছে। তাঁর পক্ষে বুলেট প্রুফ গাড়িতে ভারত জোড়ো যাত্রা করা সম্ভব নয় বলে জানান রাহুল গান্ধি। তাঁর বিরুদ্ধে ১১৩ বার নিরাপত্তা প্রটোকল ভাঙার অভিযোগ করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধি বলেন, ''আমার বিরুদ্ধে প্রটোকল ভাঙার ভুরিভুরি অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁর কথায়, আমার টি শার্ট পরা নিয়েও অনেক কথা বলা হচ্ছে। আমার ঠাণ্ডা লাগছে না। ঠাণ্ডা লাগলে অবশ্যই গরম পোশাক পরব।'' আগামী বছর মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সুইপ করবে অর্থাৎ বিপুল ভোটে জয় পাবে বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধি। তাঁর কথায়, মধ্যপ্রদেশের আন্ডার কারেন্ট রয়েছে। চলতি সপ্তাহে নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তাঁর জবাবে সিআরপিএফের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাহুল গান্ধি নিজেই বিগত ২ বছরে ১১৩ বার নিরাপত্তা প্রটোকল ভেঙেছেন। এমনকী, ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীনও রাহুল গান্ধি নিরাপত্তা প্রটোকল ভেঙেছেন বলে জানিয়েছে সিআরপিএফ। বিষয়টি ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানিয়েছে সিআরপিএফ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রা দিল্লিতে পৌঁছানোর পর কংগ্রেসের তরফ থেকে রাহুল গান্ধির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাহুল গান্ধি দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং সেখান থেকে জম্মু-কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন সেক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি যেন নিশ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকার। আর কংগ্রেসের এই অভিযোগ এবং দাবির মধ্যেই উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা সিআরপিএফের নয়া দাবি। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত জোড়ো যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, সেই কারণেই নিরাপত্তা নিয়ে সহযোগিতা করছে না কেন্দ্র। এমনই দাবি কংগ্রেসের।

বর্ষবরণের আগে শহরে উদ্ধার ৫ কোটি টাকার উচ্চমানের মাদক ডেলিভারি করতে এসে পুলিশের জালে যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ বর্ষবরণের আগে শহরে বড় সাফল্য কলকাতা পুলিশের। বর্ষবরণের আগে শহরে মাদক ডেলিভারি করতে এসে গ্রেফতার যুবক। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা এক অভিযানে ওই যুবকের থেকে উদ্ধার করেছেন পাঁচ কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক। বছর ২৬-এর ওই যুবকের নাম প্রশান্ত সরকার। বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুরে। ওই যুবকের থেকে মোট ১ কেজি ১৬ গ্রাম উচ্চমানের মাদক বাজেয়াপ্ত করেছেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। সেই মতো শুক্রবার বিকেলে এন্টালি থানা এলাকার অন্তর্গত শিয়ালদহ স্টেশন রোড থেকে প্রশান্ত সরকারকে পাকড়াও করেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। সেই সময়েই তল্লাশি চালিয়ে অফিসাররা ওই যুবকের থেকে উচ্চমানের হেরোইন উদ্ধার করে। কালোবাজারে ওই মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫ কোটি ৮ লাখ টাকা বলে অনুমান পুলিশের। ধৃত ওই যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের আওতায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ওই যুবককে আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, বর্ষবরণের আগে শহর কলকাতায় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা চেকিং বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষবরণের রাতে পার্ক স্ট্রিট চত্বরে ভিড় সামাল দিতে প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ। পার্ক স্ট্রিট চত্বরকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে মোট ছয়টি পৃথক সেক্টরে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট চত্বরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বে থাকছেন ৯জন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক। পার্কস্ট্রিটের ওই ছ'টি সেক্টরের জন্য ১৩ জন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ৩২ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক থাকছেন। পাশাপাশি পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় মোটরবাইকে চেপে নজরদারি চালাবে 'সিটি ওয়াচ' টিমের অফিসাররা। এরই মধ্যে খাস কলকাতায় প্রায় ৫ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। নববর্ষের আগে কলকাতা পুলিশের কাছে এটি একটি বড় সাফল্য বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

২০২৩-এ কি চাই/ ৬ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নারী শক্তির জয়ই নববর্ষে মূল কাঙ্খিত বিশিষ্ট লেখিকা, চলচ্চিত্রকার এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই প্রতিবেদককে তিনি নেন, কমিশনের চেয়ারে বসে মহিলাদের দূর্দশা প্রত্যক্ষ করি। চেষ্টা করি তা নিরসনে। প্রার্থনা করি আকাশের দিকে হাত তুলে মেয়েরা জয়োল্লাস করুক। হোক সূর্যমুখী উৎসব। ব্যস্ততায় কিছু ছবির কাজ আটকে আছে। সেগুলো শেষ করতে চাই। ওয়েব সিরিজের বেশ কিছু ডাক এসেছে। মুম্বাইতে থেকে হয়ত কাজ করতে হবে। সঙ্গে লেখালেখি তো চলবেই। আর, বাবার বয়স হয়েছে। বাবা আমার শক্তি। তিনি এবং সবাই ভাল থাকুন- এই প্রার্থনা করি।

দিল্লির বাতাস ফের বায়ুদূষণের কবলে, পুনরায় শৈত্যপ্রবাহ ফিরল উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ফের দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির বাতাস। শনিবার সকালে দিল্লি-এনসিআর-এর সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। সকাল ৬.৪৪ মিনিট নাগাদ দিল্লির বাতাসের গুণগতমান (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স) বো‌ে ৩৬৯-এ পৌঁছে যায়। দূষণের কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে অনেকেরেই।এদিকে, মাঝে একদিনের বিরতির পর, ফের শৈত্যপ্রবাহ ফিরে এল দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। শনিবার সকালে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সর্বত্রই হা। কাঁপানো ঠাণ্ডা ছিল। শীত থেকে বাঁচতে আগুনের আঁচে উষ্ণ হয়েছে উত্তর ভারত। শীতের পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও এদিন ছিল উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর। সেখানে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা কঠিন হয়ে যাবেঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়ায়, আমি তৃণমূল স্তর থেকে যা শুনছি, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেস জিতবেই, প্রয়োজন হলে তিনি লিখে দিতে পারেন।শনিবার কংগ্রেসের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে. কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়ায়, আমি তৃণমূল স্তর থেকে যা শুনছি, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা খুব কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু বিরোধী দলকে সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং বিরোধী দলকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে।রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, বিজেপি ও কংগ্রেসের লড়াই আর কৌশলী রাজনৈতিক লড়াই নয়। বিরোধীদের একটি কেন্দ্রীয় আদর্শিক কাঠামোর প্রয়োজন যা শুধুমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারে, কিন্তু আমাদের ভূমিকা হল বিরোধী দলগুলি যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা নিশ্চিত করা। রাহুলের কথায়, আমি লিখিতভাবে এটা দিতে পারি যে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেস সুইপ করতে চলেছে। বিজেপিকে কোথাও দেখা যাবে না। আমি আপনাদের এই গ্যারান্টি দিতে পারি। মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি মানুষ জানেন বিজেপি টাকা ব্যবহার করে সরকার গঠন করেছে।

বছরের শেষদিনেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ শনিবার বছরের শেষদিনেও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় আটমাস

কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দপ্তরের বর্ষশেষ পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি,৩১নয়াদিল্লিঃকেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্যের আরও একটি বছর প্রায় অতিক্রান্ত। রাজ্যগুলির সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইন মারফ জল সরবরাহের এক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯-এর ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে ' জীবন মিশন'-এর কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঐ সময় দেশের মোট ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে মাত্র ৩ কোটি ২৩ লক্ষ পরিবারে পাইপলাইন মারফ জল সরবরাহ করা হত। অর্থাৎ, গ্রামীণ পরিবারগুলির মোট সংখ্যার অনুপাতে এই হার ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। তবে, আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ১৬ কোটি ১২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ কর্মসূচির কাজ সম্পূর্ণ করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ বছরের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের জন্য সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সংখ্যার নিরিখে এর আনুপাতিক হার হল ৫৫.৬২ শতাংশ। গ্রামীণ পরিবারগুলিতে এইভাবে যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তার গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত। গোয়া, তেলেঙ্গানা, গুজরাট ও হরিয়ানা - এই তিনটি রাজ্য এবং পুদুচেরি, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি এবং সেইসঙ্গে আঃ দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ' ঘর জল' অর্থা, প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইন মারফ জলের যোগান দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, পাঞ্জাবের ৯৯.৯৩ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশের ৯৭.১৭ শতাংশ এবং বিহারের ৯৫.৭৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে আর অল্প দিনের মধ্যেই পানীয় জলের যোগান দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশ বর্তমানে স্বাধীনতার অমৃত মহোসব উদযাপনে ব্যস্ত রয়েছে। এরই এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে ১০ কোটি গ্রামীণ পরিবারে গত ১৯ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে জলের যোগান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ' জীবন মিশন' এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। গোয়া, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, হরিয়ানা, পুদুচেরি, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে এবং সেইসঙ্গে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারেই পৌঁছে গেছে পানীয় জলের যোগান। আবার, এদিন পর্যন্ত দেশের ১২৫টি জেলা এবং ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৭০৪টি গ্রামে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে যাওয়ার বার্তাও এসে পৌঁছেছে দপ্তরের কাছে। প্রাপ্ত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ' ঘর জল' কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ২০২২-এর জুলাই মাসের সাফল্যের নিরিখে মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলাটি হল প্রথম। আগস্ট, ২০২২-এ আবার ' ঘর জল' কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গোয়া এবং দাদরা ও নগর হাভেলি তথা দমন ও দিউ হল এই ধরনেরই একটি সাফল্যের দৃষ্টান্ত। ' সুজল প্রদেশ' হিসেবে সাফল্যের তকমা পেয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।এখনও পর্যন্ত দেশের ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার বিদ্যালয় এবং ৯ লক্ষ ২ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের যোগান দেওয়ার কাজ চালু হয়ে গেছে। এর সাহায্যে হাত-মুখ ধোয়া এবং মিড-ডে মিলের রান্নার কাজও করা হয়। ৫ লক্ষ ১৮ হাজার গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কমিটি এ পর্যন্ত গঠন করা হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখতে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ গ্রামীণ কর্মপরিকল্পনা। ফিল্ড টেস্ট কিট ব্যবহারের মাধ্যমে জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখার জন্য ১ লক্ষ ৯৫ হাজার গ্রামে এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২২ হাজার মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে জলের নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার। অন্যদিকে, ফিল্ড টেস্ট কিট ব্যবহারের মাধ্যমে জলের গুণমান পরীক্ষিত হয়েছে ৫৭ লক্ষ ৯৯ হাজার নমুনার ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ' সর্বেক্ষণ, ২০২২' এবং জেজেএম-এর কাজকর্ম সম্পর্কিত ২০২২-এর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ' ভারত দিবস' উদযাপনের প্রাক্কালে। আবার, জল জীবন সর্বেক্ষণ টুল কিট ও ড্যাশবোর্ড, ২০২৩-এর সূচনা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনক।।এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দূরদুরান্ত থেকে জল বয়ে নিয়ে আসার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে দেশের গ্রামাঞ্চলের মা-বোনেদের রক্ষা করেছে ' জীবন মিশন' - এই সরকারি কর্মসূচিটি।শিশুদের সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক বিকাশের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। ' জীবন মিশন' এক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা বললে অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সুবাদে শিশুদের জলবাহিত অসুখ-বিসুখের হাত থেকেও অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।শিশুদের উন্নততর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়টির দিকে নজর রেখে ২০২০-র গান্ধী জয়ন্তীর দিনটিতে এক বিশেষ অভিযানের সূচনা করেন জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এই অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জলের সাহায্যে হাত-মুখ ধোয়া, রান্নার কাজ এবং শৌচাগারে তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুফল মিলেছে। সরকারের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে দেশের ৮ লক্ষ ৭২ হাজার অর্থা, ৮৪ শতাংশ স্কুল এবং ৯ লক্ষ ২ হাজার অর্থাৎ, ৮০.৭৯ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশের চারটি রাজ্য এবং পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে জলের যোগান দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ১০০ শতাংশ। বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে জোরদার কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে জলের গুণগত মানের পরীক্ষা ও নজরদারির ওপরও।' জীবন মিশন'-এর আওতায় ' ঘর জল' কর্মসূচি রূপায়ণে ২০১৯-২৪ - এই পাঁচ বছরের সময়কালের জন্য বাজেট সংস্থান রয়েছে ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা। পঞ্চম অর্থ কমিশন জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচিকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার বলে চিহ্নিত করেছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ - এই সময়কালের জন্য পানীয় জলের যোগান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচি রূপায়ণে গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। মোট বাজেট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ অর্থ অর্থা, ১.৪২ লক্ষ কোটি টাকা পানীয় জলের যোগান, বৃষ্টির জল ধরে রাখা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং উন্মুক্ত স্থানগুলিকে শৌচকর্মের অভ্যাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের সুবাদে গ্রামীণ জনজীবনে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে নানাভাবে।২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের ২১টি রাজ্যে ' জীবন মিশন'-এর আওতায় কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে ২২,৯৫৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।' জীবন মিশন'-এর আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যুক্ত থাকার এক উদাহরণ। যেমন রাজমিস্ত্রি, মেকানিক, প্লাম্বার, পাম্প অপারেটর, টেকনিশিয়ান, ইউটিলিটি ম্যানেজার এবং জল পরীক্ষাগারের ইনচার্জ হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এই মিশনের আওতায়। দক্ষ, অদক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ - সবক'টি ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর আওতায়। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।এই সমস্ত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণদান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ১০০টির মতো নামী সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও এজেন্সিগুলিকে। কী রিসোর্স সেন্টার হিসেবেই সেগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। ১০৪টির মতো প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয় যার মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৪ হাজার মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।' জীবন মিশন'-এর আওতায় কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ন্যাশনাল ওয়াশ এক্সপার্টদের একটি প্যানেল প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড কোয়ালিটি সংস্থাকে। এ পর্যন্ত ৪৬ জন বিশেষজ্ঞের একটি প্যানেলও তৈরি করা হয়েছে। প্যানেলের সদস্যরা ১,০৩৫টি গ্রাম পরিদর্শন করে সেখানে ' জীবন মিশন'-এর কর্মসূচি রূপায়ণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দপ্তর এমন একটি ফোরাম গঠন করেছে যেখানে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অংশীদারদের নিয়ে আসা হয়েছে। কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা প্রসারের মাধ্যমে এই অংশীদাররা ' জীবন মিশন'-এর বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এই ফোরামটির নাম দেওয়া হয়েছে রুরাল ওয়াশ পার্টনার্স ফোরাম। এর

দৈনিক সংক্রমণ ২০০-র ঊর্ধ্বেই ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩,৬৫৩

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ২০০-র ঊর্ধ্বেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যুর পর শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭০২ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার ৬৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৩৮৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৪,০২৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘঃ টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯১ হাজার ৭৩২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১০,০৬,২৭৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,৮৭,৯৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৮৭,৯৮৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬ জন

তুনিশার মৃত্যুঃঅভিযুক্ত শিজান খানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর ঃ টিভি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার মৃত্যু মামলার অভিযুক্ত অভিনেতা তথা প্রাক্তন প্রেমিক শিজান খানকে শনিবার মহারাষ্ট্রের ভাসাই আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ জারি করেছে।এদিন পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ওয়ালিভ পুলিশ ২৮ বছর বয়সী অভিনেতাকে আদালতে হাজির করে। এর আগে গত বুধবার ভাসাই আদালত ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হেফাজতে রাখার সময় সীমা বাড়িয়েছিল। আজ পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শিজানকে আদালতে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, মৃত তুনিশা এবং শিজানের মধ্যে কী ঘটেছিল তার বাস্তবতা খুঁজে বের করতে ওয়ালিভ পুলিশ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট হোয়াটসঅ্যাপে দুজনের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে স্ক্যান করতে শুরু করেছে। পুলিশ অনুসারে, তারা জুন থেকে এই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ পৃষ্ঠার চ্যাট উদ্ধার করেছে।পুলিশ জানিয়েছে, শিজান এবং তুনিশা শর্মার মধ্যে মুছে ফেলা চ্যাট পুনরুদ্ধার করতে হোয়াটসঅ্যাপে একটি ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) পাঠাবে। পুলিশ আরও বলেছে, তারা এই বিষয়ে শিজানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা করেছে।প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী তুনিশা শর্মা চলমান টিভি শো আলিবাবা - দাস্তান-ই-কাবুলের সেটে ২৪ ডিসেম্বর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একদিন পরে তার প্রাক্তন প্রেমিক তথা সহ-অভিনেতা শিজান খানকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

পরিযায়ী ভোটদাতাদের ভোট দেওয়ার জন্য নিজ রাজ্যে যেতে হবে না

নয়াদিল্লি,৩১ডিসেম্বরঃএই উন্নত প্রযুক্তির যুগে পরিযায়ীরা ভোট দিতে পারবেন না এটা হতে পারে না। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতার শতকরা হার ছিল ৬৭.৪। ৩০ কোটির বেশি ভোটদাতা ভোট না দেওয়ায় এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদানের হিসাবে পার্থক্য থাকায় নির্বাচন কমিশন উদ্বিগ্ন। মনে করা হচ্ছে যে নতুন আবাসস্থলে ভোটদাতা হিসেবে নাম নথিভুক্ত না করার অনেক কারণ আছে। ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধাও হারাতে হয় সেই ব্যক্তিকে। ভোটদানের হার বাড়াতে যে মূল সমস্যাটির সমাধান করতে হবে সেটি হল, অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী হওয়ার কারণে যারা ভোট দিতে পারেন না তাদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা। যদিও দেশের মধ্যে পরিযায়ী সংক্রান্ত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার নেই তবুও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে জীবিকা, বিবাহ এবং শিক্ষার প্রয়োজনে অনেকেই পরিযায়ী হন। সার্বিক অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীদের সিংহভাগ অংশই গ্রামের মানুষ। অভ্যন্তরীণ পরিযায়িতার মোটামুটি ৮৫ হয় নিজ রাজ্যের মধ্যেই।মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে পরেই শ্রী কুমার অভ্যন্তরীণ পরিযায়িতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারেন তাঁর চামুলি জেলার দুমক গ্রামে ট্রেকিং থেকে। তাঁর নজর ছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের বর্তমান বাসস্থান থেকেই যাতে ভোট দিতে পারেন তার ওপর। এই উদ্যোগের আইন ও বিধিগত দিক, প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা অনুধাবন করে নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ আলোচনা চালায় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, যাতে আর্থ-সামাজিক সব শ্রেণীর পরিযায়ীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। এর জন্য টু-ওয়ে ফিজিকাল ট্রানজিট, পোস্টাল ব্যালট, প্রক্সি ভোটিং, বিশেষ ভোটদান কেন্দ্রে আগেভাগেই ভোটদান, একমুখী অথবা দ্বিমুখী ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিশন অফ পোস্টাল ব্যালটস্ (ইটিপিবিএস), ইন্টারনেট ভিত্তিক ভোটদান ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো বিকল্প ভোটদান পদ্ধতি খুঁজে বের করা হয়। সর্বজনগ্রাহ্য, নির্ভরযোগ্য এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত সমাধান খোঁজার লক্ষ্য নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী অনুপ চন্দ্র পান্ডে এবং শ্রী অরুণ গোয়েলের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন বহু পরীক্ষিত এমথ্রি ইভিএম মডেলটির আধুনিকতম সংস্করণটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীরা তাদের নিজস্ব নির্বাচন ক্ষেত্রের বাইরে কোনো দূরতম স্থান থেকে ভোটদানে সক্ষম হবেন। ফলে পরিযায়ী ভোটদাতাদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিজ নিজ বাসভূমে ফিরতে হবে না। অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমস্যা, আদর্শ আচরণবিধি বলব করা, ভোটদাতার গোপনীয়তার নিশ্চিতি, ভোটদাতাদের পরিচয় নির্ধারণের জন্য পোলিং এজেন্টের সুবিধা, দূরতম স্থানে ভোটদানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং ভোট গণনা সহ অন্য বিষয়গুলি তুলে ধরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে। https:eci.gov.infilesfile১৪৭১৪-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting।অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীরা যাতে তাদের নিজ নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ভোটদানে অংশ নিতে পারেন তার জন্য কমিশন একটি নামী রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি মাল্টি কনস্টিটিউয়েন্সি রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (আরভিএম) কাজে লাগাতে প্রস্তুত। ইভিএম-এর এই আধুনিক সংস্করণ দূরতম একটি মাত্র পোলিং বুথ থেকে ৭২টি নির্বাচন কেন্দ্রে কাজ করতে সক্ষম। যদি এই উদ্যোগ রূপায়িত হয় তাহলে পরিযায়ীদের জন্য সামাজিক রূপান্তর ঘটবে এবং নানা কারণে কাজের জন্য যাওয়া স্থানে নাম নথিভুক্ত না করার অনীহা দূর হবে।কমিশন মাল্টি কনস্টিটিউয়েন্সি প্রোটোটাইপ রিমোট ইভিএম-এর কার্যকারিতা দেখাতে ১৬.০১.২০২৩-এ স্বীকৃত ৮টি জাতীয় এবং ৫৭টি রাজ্য রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন। একই সঙ্গে কমিশন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে ৩১.০১.২০২৩-এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া, আরভিএম প্রযুক্তি সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ বা মতামত দিতে বলেছে।সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনের মতামত এবং ইভিএম-এর কার্যকারিতার ভিত্তিতে কমিশন দুরতম স্থানে ভোটদান পদ্ধতি রূপায়ণের প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৭ জানুয়ারি ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

রায়পুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ৭ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ড থেকে ছত্তিশগড় পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওইদিন রায়পুরে পৌঁছানোর পরে তিনি কোরবা জেলায় যাবেন যেখানে তিনি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন।প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের শেষের দিকে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন পরিস্থিতিতে বস্তরকে গুরুত্ব দিয়ে অমিত শাহের ছত্তিশগড় সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও কোনও সূচি জারি করা হয়নি, তবে অমিত শাহের আসার খবরে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

২০২৩-এ কি চাই/৫ দেশ এবং রাজ্য উভয় স্তরে খুব ক্ষতিকারক পরিস্থিতি, এটা রুখতেহবে- বিকাশ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃদেশে ভয়ঙ্কর বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি রাজনীতি থেকে মুক্তি চান বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য।এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ২০২২ বিদায় নিচ্ছে। দেশ এবং রাজ্য উভয় স্তরে খুব ক্ষতিকারক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশে একটা ভয়ঙ্কর বিভাজন তৈরি হচ্ছে। আশা করব ২০২৩এ সব দল ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির একটা পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করবে ইতিবাচক, সুচিন্তিত এবং ইতিহাসভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে। আর পশ্চিমবঙ্গে এত ব্যাপক দুর্নীতি রাজনীতি, সমাজজীবনে হয়েছে, এককথায় তা অভূতপূর্ব। কামনা করব ২০২৩-এ এর থেকে আমরা মুক্তি পাব। তবেই কিছুটা শান্তি আর আনন্দে সবাই দিন কাটাতে পারবেন।

প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বরঃ বর্ষশেষে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কটাক্ষ করে মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার টুইট করে লিখেছেন, প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করে কটাক্ষ করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে এদিন টুইট করে লিখেছেন, ২০২২ সালের আজ অন্তিম দিন। আপনি বলেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে...প্রত্যেক কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে। প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি বাড়ি থাকবে। প্রতিটি বাড়িতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকবে। এরপরই টুইটে মল্লিকার্জুন খাড়গে লিখেছেন, এসবের কিছুই হয়নি। প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাইডেন, সস্ত্রীক সমবেদনা জ্ঞাপন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৩১ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মায়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই দুঃখের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জো বাইডেন ও তাঁর স্ত্রী জিল বাইডেন।আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শনিবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ৪.১৫ মিনিট) টুইট করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করছি জিল ও আমি। এই দুঃখের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর পরিজনদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন মোদী।

চিনের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হু, বেজিংয়ের কাছে প্রকৃত তথ্য চাইল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

জেনেভা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ চিনের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সে দেশের কাছে এবার করোনা সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য চাইল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে সে দেশের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন হু-এর প্রতিনিধিরা। চিনকে তথ্য প্রকাশের অনুরোধ করা হয়েছে।চিনে কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে ইতিমধ্যে অনেক দেশই চিন থেকে আসা যাত্রীদের উপর নানা বিধিনিষেধ জারি করেছে। হু প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস জানান, চিনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক। কোভিড নিয়ে চিনের পরিস্থিতি যখন নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, তখন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে চিন থেকে আসা যাত্রীদের অবাধ যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একাধিক দেশ। তাই চিনের কাছে প্রকৃত তথ্য চাইল হু।

দিল্লিতে ধৃত বিহারে বিষমদ কাণ্ডের মূল চক্রী রাম বাবু, নীতীশ বললেন সরকার কড়া নজর রাখছে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃদীর্ঘ লুকোচুরি শেষ, পুলিশের জালে ধরা পা।ল বিহারে বিষমদকাণ্ডের মূল চক্রী রাম বাবু মাহতো। দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা রাম বাবুকে গ্রেফতার করেছে। বিহারে বিষমদকাণ্ডের মূল চক্রী ছিল এই রাম বাবুই। দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা শনিবার জানিয়েছে, বিহারের সরণ জেলার মাশরাক থানা এবং ইসুয়াপুর থানায় নথিভুক্ত দু'টি মামলায় মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীদের মধ্যে একজন রাম বাবু মাহতো। ভেজাল মদ বিক্রি ও সেবন সংক্রান্ত এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রায় ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা আরও জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাম বাবু বেআইনি মদের একাধিক মামলায় জড়িত। দিল্লির দ্বারকা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হযেছে। যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তাকে গ্রেফতারের বিষয়ে বিহার পুলিশকে জানানো হয়েছে। রাম বাবু মাহতো গ্রেফতারির ঘটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, সরকার কড়া নজর রাখছে। ঘটনার পরপরই আমরা তদন্ত শুরু করেছি। বেশিরভাগ মানুষ মদ নিষিদ্ধের পক্ষে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওযার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থিতিশীল রয়েছেন ঋষভ পন্থ, ক্রিক্রেটারের সঙ্গে দেখা করার পর বললেন অনিল ও অনুপম

দেহরাদূন, ৩১ ডিসেম্বর ঃ স্থিতিশীল রয়েছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ভারতীয় ক্রিক্রেটার ঋষভ পন্থ। শনিবার সকালে ঋষভ পন্থকে দেখতে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে আসেন অভিনেতা অনিল কাপুর ও অনুপম খের। ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন দুই অভিনেতা। পরে হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ও অনুপম বলেছেন, আমরা ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ।শুক্রবার ভোরে ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ঋষভ, এখন তিনি ভালো আছেন বলেই জানা যাচ্ছে। তাঁর শরীরের দু'টি অংশে এমআরআই করা হয়েছে। রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। এমনিতে ভালই রয়েছেন ভারতের এই উইকেটকিপার। বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা এখনই নেই। এদিকে, ডিডিসিএ ডিরেক্টর শ্যাম শর্মা বলেছেন, দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) একটি টিম ঋষভের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ম্যাক্স হাসপাতালে যাচ্ছে, প্রয়োজনে আমরা তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসব। প্লাস্টিক সার্জারির জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসারও সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১জানুয়ারিঃরবিবার, ১৬ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ১জানুয়ারিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ১৬ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৮-জীঃ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্বপ্নম (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তরাত্রি ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ৪৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫৫ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৮ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫৫২ থেকে - ১১ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯১২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৫.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৮৯শতকরা এবং ৩৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৪ টা -৫৮মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃবিলম্বে কার্যসিদ্ধিও দুশ্চিন্তা মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি ও ভাগ্যোদয়ের শুভ সংকেত পেতে পারেন আজকের দিনে। **বৃষ রাশিঃ**বহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য। হিতকাঙ্খীর সহায়তায় অভাবনীয় সাধু ব্যক্তির অপ্রাশিত সঙ্গলাভ হতে পারে। শুভদিন। **মিথুন রাশিঃ**কাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশ পূরণের সম্ভবনা। প্রতিবেশীর মনোভাব আশানুরূপ হবে। সন্তানের মেধার বিকাশহবে **কর্কট রাশিঃ** সন্তানের মৌলিক চিন্তা হবে। অধ্যক্ষ গবেষনায় কৃতিত্ব হবে। মামলায় রায় হবে। **সিংহ রাশিঃ**কোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য। ভাবাবেগের বশে কাজ করে অনুতপ্ত হতে পারেন। হিতাকাঙ্খীর নিমিত্তে বিদ্যায় সাফল্য হতে পারে আজ **কন্যা রাশিঃ**আইনঘটিত গোলযোগের মীমাংসা। বক্রপথে অর্থাগমের সুযোগ আসতে পারে। **তুলা রাশিঃ**শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন এমন কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ**অনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। শুভ দিন। **ধনু রাশিঃ**গাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। অর্থ সঞ্চয় হবে। **মকর রাশিঃ**বিবাহের যোগ হবে।সংসারে শান্তি হবেই আজ **কুম্ভ রাশিঃ**আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসাধ্য দিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। অর্থ ব্যয় হবে **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের যত্ন প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায়ের যে কোনও অবহেলা আজ আপনাকে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।পারেন। জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। এটি করা আপনার

নিউটাউনের মৃধা মার্কেটে আগুনে পুড়ল ১২টি অস্থায়ী দোকান, কেউ হতাহত হননি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নিউটাউনের জ্যোতিনগরের মৃধা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ১২টি অস্থায়ী দোকান। শনিবার ভোরে মৃধা মার্কেটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে অকুস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন, পরে আরও দু'টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভাতে পৌঁছয়। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সব কিছু। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ১২টি অস্থায়ী দোকান পুড়ে গিয়েছে।দমকলের প্রাথমিক অনুমান, কোনও একটি দোকানে শর্ট সার্কিট থেকে প্রথমে আগুন লাগে। তারপরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি দোকান গুলিতে সিলিন্ডার মজুত থাকায় ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়। যার ফলে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাবাসীদের মধ্যে। তারাই দমকলে খবর দেয় বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই জানা যায়নি। হতাহতের কোনও খবর নেই।

সকাল থেকেই ভিড় দ্রষ্টব্য স্থানগুলোয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরশেষের আনন্দ উপলক্ষ্যে সপরিবারে শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে জমায়েত আমজনতার। সকাল থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইকো পার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল,নিকো পার্ক সর্বত্র ভিড়। বর্ষশেষের দিনে ভিক্টোরিয়ায় জনসংযোগ অভিযান করল সিপিএম। ইংরেজির নতুন বছরকে নয়া উদ্যমে স্বাগত জানাতে বর্ষশেষের দিনে পূর্ণ আমেজে তৈরি রাজ্য। বর্ষবরণের উচ্ছ্বাসে আজ, শনিবার রাত জাগবেন নগরবাসী। কলকাতা, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, ব্যান্ডেল শহর হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাতে প্রস্তুতি সর্বত্র। এবার বর্ষশেষ ও নতুন বছরের প্রথম দিন দুটোই সপ্তাহান্তে থাকায় পোয়াবারো হয়েছে। ফলে উৎসবে উপভোগের মাত্রার পারদ চড়বেই। এদিন দিনভর সেই আঁচ পাওয়া গেল। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, গোরুমারা, চাপড়ামারি, নবদ্বীপ , হাজারদুয়ারি, শান্তিনিকেতন সর্বত্র পর্যটকরা ছুটি কাটাতে হাজির। করোনার অভিশপ্ত বছরগুলি ভুলে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র এই বাংলার সর্বত্র শুধুই আনন্দ উদযাপনের ঘনঘটা। বড়দিনে এবার পার্ক স্ট্রিটে জনজোয়ার রীতিমতো রেকর্ড গড়েছে। ভিড় সামলাতে বড়দিনের রাস্তায় নেমেছিল দেড় হাজার পুলিশ। আজ রাত পোহালেই নতুন বছরে পা। আজ, শনিবারও বর্ষবরণের রাতে পার্ক স্ট্রিটে ভিড় জমাবেন বহু মানুষ। বড়দিনে বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ভিড় সামলাতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বর্ষবরণের রাতে শহরের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে আড়াই হাজার পুলিশ।

জোকা-তারতলা মেট্রো পরিষেবা সোমবার থেকে শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নতুন উদ্বোধন হওয়া মেট্রো রুটে বাণিজ্যিক পরিষেবা ০২.০১.২০২৩ (সোমবার) থেকে শুরু হতে চলেছে। সেই দিন থেকে, ১২টি দৈনিক পরিষেবা (৬ আপ ৬ ডাউন) জোকা-তারাতলা মেট্রো প্রকল্পের (বেগুনি লাইন) জোকা এবং তারাতলার মধ্যে একটি ট্রেন শুধুমাত্র সিস্টেম অনুসরণ করে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত চালানো হবে। জোকা-তারাতলা স্ট্রেচে মেট্রো পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি (সোমবার থেকে শুক্রবার)জোকা থেকে মেট্রো এ১০,০০ ঘন্টা .১১,০০ ঘন্টা১২,০০ ঘন্টা১৫,০০ ঘন্টা১৬,০০ ঘন্টা১৭,০০ ঘন্টা তারাতলা থেকে মেট্রো এ১০,০০ ঘন্টা১১,৩০ ঘন্টা১২,৩০ ঘন্টা১৫,৩০ ঘন্টা১৬,৩০ ঘন্টা১৭,৩০ ঘন্টাএই প্রসারিত শনি ও রবিবারে কোন বাণিজ্যিক পরিষেবা নেই।

স্বজনে আন্তর্জাতিক সাহিত্য আড্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছর শেষে শনিবার স্বজনের আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য আড্ডা হয়ে. গেল। কলকাতা শিয়ালদহে কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন । বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক আব্দুল রশিদ চৌধুরী অধ্যাপক জেসমিন বন্যা সৌয়দ খায়রুল আলম সহ বাংলাদেশের এক দল কবি সাহিত্যিক। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সাংবাদিক সাহিত্যিক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কবি শিবশঙ্কর বক্সী অচিন্ত্য মন্ডল ধ্রুবব্রত দত্ত দেবনির্মল বরুন কুমার চক্রবর্তী সাহিত্যিক নাট্যকার দিবেন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সৈকত খাড়া মনীষা মজুমদার সূচনা গাঙ্গুলি সহ প্রায় দুই শতাধিক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক গন। পাশ্ববর্তী রাজ্যো সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কবিগান অংশগ্রহণ করেন। কবিতা প্রতিযোগিতায় অনেক যুব নবীন প্রবীণ অনুষ্ঠানে বছর শেষে শনিবার স্বজনের আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য আড্ডা হয়ে গেল। কলকাতা শিয়ালদহে কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক আব্দুল রশিদ চৌধুরী অধ্যাপক জেসমিন বনলতা। খায়রুল আলম বাংলাদেশের এক দল কবি সাহিত্যিক। কবিতা প্রতিযোগিতায় অনেক যুব নবীন প্রবীন কবিগন। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান ভারতচন্দ্র রায় গুণকার স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক স্বজন সংগঠনের কর্নধার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু জানান অনুষ্ঠানে সমাজসেবী সাহিত্যিকদের সরা বছর কাজ করি। নিজ নিজ কাজের সম্মান উৎসাহ জানে কাজ করি থাকি। আগামী নুতন বছরের স্বাগত জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ সঞ্চালনা করেন মধুমিতা ধৃত।

মায়ের মমতা বাবার স্নেহ বাঁচিয়ে রাখতে নববর্ষে চার সমাজকর্মীর যৌথ আর্জি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শিশু কমিশনের অফিস আছে, আলো লাগানো গাড়ি আছে, সরকারি কৌলিন্য আছে, শুধু নেই কোন দায়িত্ব। মায়ের মমতা বাবার স্নেহ যেখানে হারিয়ে যায়। নববর্ষে এই আবহের বদল চেয়ে বিবৃতি দিলেন চার সমাজকর্মী। শ্রমিক কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, পরিবেশ কর্মী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কুনাল সেন, সরকারি আধিকারিক তুষার ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক শংকর কুশারী এইবিবৃতিতে শনিবার লিখেছেন, মাহি শর্মা, বয়স ৭ মাস। মা মারা গেছে, বাবা গোন্দলপাড়া জুটমিলের শ্রমিক, বর্তমানে কর্মচ্যুত এবং বিভ্রান্ত ও মানসিক ভারসাম্যহীন। মাহি জানতেই পারলো না মায়ের স্নেহ কি! কারণ তার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পড়শীদের দয়া আর বৃদ্ধা ঠাকুমার কোলে এখন তার জীবন। মাহির ঠাকুমা বাচ্চি দেবীর স্বামী মারা গেছেন কিন্তু গোন্দলপাড়া জুটমিল তার স্বামীর গ্র্যাচুইটি দেয়নি। গ্র্যাচুইটির টাকা পাওয়ার জন্য বাচ্চি দেবী আদালতের দারস্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। অন্তহীন প্রতীক্ষারত প্রবীণা বাচ্চি দেবী, কোলে তার ৭ মাসের নাতি মাহি। কারখানা বন্ধ হয়ে থাকার সময় বিশ্বজিত দে অভাবে অনটনে আত্মহত্যা করেছেন। তখন তাঁর মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাবাকে হারিয়ে সে তার মাকে নিয়ে অসহায়। পেনশন কবে চালু হবে, কেউ জানে না! বিশ্বজিতের শ্বশুরমশাই আগলে রাখছেন তাঁর নাতি আর মেয়েকে। বিনা চিকিৎসায় গোন্দলপাড়া জুটমিলের শ্রমিক তেজনারায়ণ যাদব মারা গেলেন। চারটি সন্তান, যাদের বয়স এক থেকে দশ বছরের মধ্যে। পিতৃহীন সন্তানরা জানে না তারা কিভাবে

বাঁচবে! তাদের মা দরজায় দরজায় ঘুরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছেন যে তিনি তেজনারায়নের বিধবা স্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এইভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য কলকারখানা। শ্রমিকরা হতাশায় আত্মঘাতী হচ্ছেন বা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে দিয়েছেন, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ৬ মাসের পর থেকে ইএসআই-এর চিকিৎসার আর কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষদের সন্তানরা এইভাবেই ক্রমাগত মায়ের মমতা বা বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে।কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার সমাজকল্যাণ দপ্তর তৈরি করেছেন কিন্তু সেই দপ্তর এই অনাথ শিশুদের নিয়ে সামান্যতম চিন্তিত কিনা জানা যায়নি। তাঁরা সম্ভবতঃ মনে করেন এই সমস্ত অনাথ শিশুদের সম্পর্কে তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই। সমাজকল্যাণ দপ্তরগুলির আধিকারিকদের প্রশ্ন করলে তাঁরা অনেকে সঠিকভাবে বলতে পারেন না তাঁদের দায়িত্বটা ঠিক কি! শিশুদের সুরক্ষার জন্য একটি কমিশন আছে। কিন্তু সেই কমিশনও মাহিদের মত অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল থেকে বিরলতম একটি ঘটনা। নাগরিক সমাজও যে এই অনাথ শিশুদের নিয়ে খুব চিন্তিত, একথা বলা যাবে না। নাগরিক সমাজ অনেক বেশি ব্যস্ত বিশ্বকাপ ফুটবল, নন্দনে অনুষ্ঠিত চলচিত্র উৎসব বা রাজনৈতিক তরজা নিয়ে। এই সব অনাথ শিশুরা ক্রমাগত হারিয়ে যায় অন্ধকারের জগতে । নিদ্রিত ভারত কবে জাগবে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। যারা অনাথ শিশুদের মা বাবাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, তারা সমাজের বুকে সচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় অথচ প্রশাসন নির্বিকার, নির্মম কারণ শিশুদের ভবিষৎ কেড়ে নেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা ক্ষমতাবান। আমাদের ভাবতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে এমন একটা নতুন দিনের যেখানে আর হারিয়ে যাবে না মায়ের মমতা আর বাবার স্নেহ।

হুগলিতে শুরু হল অকাল বিশ্বকর্মা পুজো

বনস্পতি দে, বেগমপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হুগলির বেগমপুরে ছোট তাজপুর বাজারে বছরের শেষ দিনে শুরু হল অকাল বিশ্বকর্মা পুজো। এই পুজোকে ঘিরে চমকপ্রদ আলোকসজ্জা সঙ্গে দর্শনার্থীদের ভিড়। এই ছোট তাজপুর বাজারে এলাকায় .এবার তিরিশটি পূজা হচ্ছে। তার মধ্যে এই প্রভাতি সংঘের পুজোটি আবার ২৫ বছরে পড়ল। এই পুজোর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না তিনি ফিতে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন। এই বিশ্বকর্মা পুজোর বিশেষত্ব বিশ্বকর্মা ঠাকুরের নিচে বাহন হচ্ছে ঘোড়া, ভাদ্র মাসে যে বিশ্বকর্মা পূজা হয় তার বাহন ছিল হাতি, এই পুজো তাঁত শিল্পিরা করেন। তাঁত শিল্পীদের বক্তব্য তাঁতীর মেশিনে ঘোড়ার খুরের মতো আওয়াজ হয়, সেজন্য বিশ্বকর্মার বাহন কে এখানে ঘোড়ায় রাখা হয়েছে । মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন বছরের শেষ দিনে এখানে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো হয় এখানকার তাঁত শিল্পীরা এই পুজো করেন এই পুজোর বিশ্বকর্মার বাহন এখানে ঘোড়া, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বিশ্বকর্মা আশীর্বাদ করুন এবং ঘোড়ার মত দ্রুত তাঁত শিল্পের উন্নতি হোক। তাঁত শিল্পীদের বক্তব্য আমরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ চাই আমরা আশা করি ঘোড়ার খুরের মত দ্রুত আমাদের তাঁত শিল্পের উন্নতি হয়ে উঠুক। বেগমপুর এলাকাতে বিখ্যাত তাঁত শিল্প সেই তাঁত শিল্পীরা দুর্গ পুজোর আগে সেই বিশ্বকর্মা পুজো করতে সময় পেতেন না তাই তারা বছরের শেষ দিনে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো করেন তার কারণ এই সময় তাদের কাজের চাপ কম থাকে জানালেন এক তাঁত শিল্পী।

ময়দানের কাছে গাছে ধাক্কা, বর্ষশেষের দুর্ঘটনায় জখম ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ দিনও দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল মহানগর। ময়দানের কাছে ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল বেপরোয়া গাড়ি। আহত গাড়ির দুই যাত্রী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি কোলাঘাট থেকে আসছিল। কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় সেটি। কোনওক্রমে ভিতর থেকে চালক ও আরোহী বেরিয়ে আসেন। গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যায়। তবে গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকাতেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে ময়দান থানার পুলিশ। কিন্তু চালক মত্ত ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয় শ্রীরাম ধ্বনিকান্ডে মুখ্যমন্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন তথাগত রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া স্টেশনে জয় শ্রীরাম ধ্বনিকান্ডে মুখ্যমন্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, অনুষ্ঠানের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার স্লোগান দিতে বারণ করছেন। এরকম অনুষ্ঠানে দলীয় সমর্থক থাকবেই, এবং তারা উল্টোপাল্টা চেঁচাতেও পারে। তাদের আচরণও অবশ্যই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজেকে তাদের স্তরে নামিয়ে .আনেন তাহলে বলার কিছু নেই। তৃণমূল সমর্থক তৃষা দ্বারী টুইটারে লিখেছেন, মতামত যদি নিরপেক্ষ দিতেন,তাহলে হয়তো কিঞ্চিৎ গ্রহনযোগ্য হতে পারতো আপনার বক্তব্য।কিন্তু আপনার লেখা পড়ে মনে হলো, মুখ্যমন্ত্রী কে কটাক্ষ করবার জন্যই লিখছেন আপনি, ওনার রেগে যাওয়া. হতাশাজনক, আর কাদের আচরণ মনে হলো আশাব্যঞ্জক? সেটা কিন্তু এড়িয়ে গেলেন,সরকারি অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগান। জবাবে তথাগতবাবু লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ না করার কোনো কারণ আছে কি? যে পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও দেশের প্রথমে ছিল তাকে নীচে নামিয়ে এনেছে এই মুখ্যমন্ত্রীর সরকার আর তাদের গুরুঠাকুর সিপিএম ! তবে চুরি আর রাজনৈতিক নরহত্যা বাদে, এই দুটোতে পশ্চিমবঙ্গ এখনো উপরে! প্রসঙ্গত, শুক্রবার ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া হয়। এবার ঘটনাস্থল হাওড়া স্টেশন। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এই ঘটনা ঘটে।

আরপিএফ যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২রেলওয়ে .প্রোটেকশন ফোর্স পূর্ব রেলওয়ে নারী ও শিশুদের সুরক্ষামূলক ঢালের জন্য বিশেষ জোর

দিয়ে রেলওয়ে চত্বরে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২৭.১২.২০২২ তারিখে, 'অপারেশন নান্‌হে ফারিস্তে'-এর অধীনে, আরপিএফ পোস্টকাহালগাঁও-এর আধিকারিকরা কাহালগাঁও রেলওয়ে .স্টেশনের গুক্ষ নম্বর ০১-এ লক্ষ্যহীনভাবে চলাফেরা করা এক নাবালক ছেলেকে উদ্ধার করেছে। পারিবারিক কলহের জেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান তিনি। পরবর্তী নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ নথির অধীনে তাকে চাইল্ড লাইনভাগলপুরে হস্তান্তর করা হয়েছে।২৬.১২.২০২২ তারিখে, 'অপারেশন মহিলা সুরক্ষা'-এর অধীনে, ইআর-র আরপিএফএর আধিকারিকরা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বগিতে ভ্রমণকারী ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রেলওয়ে আইনের ১৬২ ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।২৬.১২.২০২২ তারিখে, 'অপারেশন আমানত'-এর অধীনে, আরপিএফ পোস্টশিয়ালদহের আধিকারিকরা শিয়ালদহ রেলস্টেশনে ১২৯৮৮ ডিএন শিয়ালদহ এসএফ এক্সপ্রেস থেকে একটি স্যামসাং ট্যাবলেট, মোট ৩০০০০- টাকার মূল্যবান নথি সম্বলিত একটি বাম পিছনের ব্যাগ উদ্ধার করেছেন। পরবর্তীতে ২৭.১২.২০২২ তারিখে যথাযথ যাচাইকরণ ও ডকুমেন্টেশনের পর তার মালিকের কাছে থাকা আইটেম সহ উদ্ধারকৃত ব্যাগটি হস্তান্তর করা হয়।২৮.১২.২০২২ তারিখে, 'অপারেশন আমানত'-এর অধীনে, আরপিএফ পোস্টদুর্গাপুরের আধিকারিক একটি আই.ফোন সম্বলিত একটি বাম পিছনের ব্যাগ উদ্ধার করেছেন, এবং মূল্যবান জিনিসপত্র যার মোট মূল্য ৮০,০০০ টাকা, ট্রেন নং ১৩০২১ ইউপি মিথিলা এক্সপ্রেস থেকে ওয়ারিয়া স্টেশনে এবং ২৬. ১২.২০২২ তারিখে ৮০,০০০পোস্ট কলকাতা স্টেশনের আধিকারিকরা ১৩১৫২ ডিএন কলকাতা এক্সপ্রেস থেকে ১৩০০০- টাকা মূল্যের ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র, কম্বল ইত্যাদি সহ একটি বাম ব্যাগ উদ্ধার করেছেন। স্টেশন। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত ব্যাগটি যথাযথ যাচাই.বাছাই ও ডকুমেন্টেশনের পর এর মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, ২২৪০৫ ইউপি ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস ভাগলপুর থেকে ১৬,৪৫ টায় ছেড়ে যাবে। আজ (৩১.১২. ২০২২) এর নির্ধারিত প্রস্থান সময়ের পরিবর্তে ১৩,৪০ টায়। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

নিষিদ্ধ মাদকসহ ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা এক অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার এক যুবক। ওই যুবকের থেকে উদ্ধার হয়েছে পাঁচ কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক। বছর ২৬-এর ওই যুবকের নাম প্রশান্ত সরকার। বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুরে। ওই যুবকের থেকে মোট ১ কেজি ১৬ গ্রাম উচ্চমানের মাদক বাজেয়াপ্ত করেছেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। সেই মতো শুক্রবার বিকেলে এন্টালি থানা এলাকার অন্তর্গত শিয়ালদহ স্টেশন রোড থেকে প্রশান্ত সরকারকে পাকড়াও করেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। সেই সময়েই তল্লাশি চালিয়ে অফিসাররা

বেলুড়ে হয়ে গেল তিনদিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী ও কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার বেলুড়ে তিনদিন ব্যাপী

চিত্র প্রদর্শনী ও কর্মশালার সমাপ্তি হলো। বেলুড় সরস্বতী ব্যায়াম মন্দিরে রূপরেখা অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্রের আয়োজনে ওই চিত্র প্রদর্শনী ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তথা সংস্থার কর্ণধার অমিত খাঁ'র ছবি স্থান পায় এই প্রদর্শনীতে।শুধুমাত্র ছবি নয়, বুক কভার সহ কাগজের তৈরি বিভিন্ন কাজও স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। কর্মসূচির প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তপন চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত ঘোষ, শুভজিৎ ঘোষ, তাপস মজুমদার, কবি অশোক মুখপাধ্যায় এবং বাচিকশিল্পী অরিন্দম রায়চৌধুরী, ডঃ রজত মোহন রায় প্রমুখ। এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, কৈলাশ মিশ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সকলেই প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ওই দিন পুরস্কৃত করা হয়।শুধুমাত্র তাই নয়, দ্বিতীয় দিনের সকালে ছোটদের জন্য অরিগামী ও বড়দের হ্যান্ড মেড জুয়েলারি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রদর্শনী বাবদ কিছু অর্থ বালির একটি দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানে দান করা হয়।

এবার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পথে রায়দীঘি গ্রামীন হাসপাতাল বিধায়কের উদ্যোগে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,রায়দীঘি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ এবার স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হওয়ার পথে পা বাড়ালো রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হওয়ার পথে পা বাড়ালো এবার রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল। রায়দীঘির বিধায়কের উদ্যোগে এই কাজটি হতে চলেছে। সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল আগেই। ইতিমধ্যে এই হাসপাতালে একাধিক পরিষেবা সংযুক্ত করা হয়েছে। চলছে নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ। আর যার ফলে খুশি এলাকার মানুষ। সুন্দরবনের একটি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই হাসপাতালের উপর নির্ভর করেন। পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর ১ ও ২ নং ব্লক সহ সংলগ্ন কুলতলি ব্লকের

কয়েক লক্ষ মানুষের আশা ভরসা এই হাসপাতাল। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি থেকে নিত্যদিন কয়েক হাজার মানুষ এই হাসপাতালের আউট ডোরে আসেন চিকিৎসার জন্য। আর সেই কারনে রায়দীঘির বিধায়ক নিজে একজন চিকিৎসক হয়ে এর গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি এই গ্রামীন হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রুপান্তরের কাজ শুরু করেন। আর তাঁর এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ। এ ব্যাপারে রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালের অধীন এই রায়দীঘি গ্রামীন হাসপাতাল। হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের পরিকাঠামোর পরিবর্তন করা হচ্ছে। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হয়ে গেলে আরও বেশি ও সুবিধা পাবেন রোগীরা। তাই আমি চেষ্টা করছি মাএ।

উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সমস্ত রেলকর্মীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

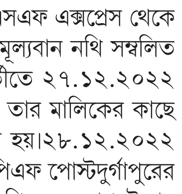

গোরখপুর, ৩১ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দ্র বীর রমন সমস্ত রেলকর্মী, অফিসার, রেল কর্মচারী ইউনিয়ন, রেল যাত্রী এবং সমস্ত রেল গ্রাহক এবং তাদের পরিবারকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।মহাব্যবস্থাপক মিঃ রমন নববর্ষ উপলক্ষে রেল কর্মীদের সুস্থ, সফল এবং সুখী জীবন কামনা করেছেন এবং বলেছেন যে আপনার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, ২০২২ সালে, উত্তরপূর্ব রেল অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফলভাবে অনেক রেকর্ড স্থাপন করেছে। আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়. ২০২৩ সালে উত্তরপূর্ব রেলওয়ে. সাফল্যের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে।মহাব্যবস্থাপক ভ্রমণকারী জনসাধারণকে রেল চত্বর ও ট্রেন পরিস্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে রেল প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য এবং শুধুমাত্র সঠিক টিকিট কেটে ভ্রমণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

জয় শ্রীরাম স্লোগান বিতর্কে নেটনাগরিকরা স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবারের সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার সময় বিজেপি বিধায়ক-সাংসদদের দিক থেকে জয় শ্রীরাম স্লোগান ঘিরে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তাতে নেটনাগরিকরা স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত। একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে এই স্লোগানের ভিডিওতে শনিবার দেখা যাচ্ছে শনিবার বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত এটি দেখেছেন ১৪ লক্ষেরও বেশি নেটনাগরিক। লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৫৮ হাজার, ৭ হাজার৭০০ ও ৩ হাজার ২০০। সুখেন রায় লিখেছেন, ক্ষমতায় থাকতেই এই অবস্থা, আর যখন ক্ষমতায় থাকবে না তখন তো পাগল বানিয়ে ছাড়বে। যে পরিমাণ পাপ উনি করেছেন কি অবস্থা হয় দেখুন। গৌরশঙ্কর কর লিখেছেন, এটা প্রত্যাশিত ছিল বাঙলার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী নেই এটা তারই পুরস্কার। আপনি ঢিল ছুড়লে পাটকেল তো খেতে হবে। সোমনাথ মাজি লিখেছেন, পশ্চিমবাংলায় এরকম অনেক সরকারি অনুষ্ঠান দেখেছি যেখানে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয়েছে। দুর্গাশঙ্কর দত্ত লিখেছেন, যেচে নিমন্ত্রণ নিলে এই রকমই হয় নিজে যখন রেল মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ের কথা মনে পড়েলো কি? অমৃত মন্ডল লিখেছেন, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জয় শ্রী রাম শুনে অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠলেন না আসলে উনি তো বিধর্মী মানুষ। গণেশ মান্না লিখেছেন, জনগণের আবেগকে ধরে রাখা যায় না এতে মাননীয়ার রাগ করার বিষয় নয় সরকারি অনুষ্ঠানগুলো জেলায় জেলায় যা করেন তারই ফল। শুভঙ্কর বাছার লিখেছেন, বিজেপিকে ধিক্কার! অসভ্যতার যে বেনজির নিদর্শন তাঁরা দেখালেন, তা আবারও প্রমাণ করে দিল এরা দেশ এবং বাংলার সভ্যতা.সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাংলার মানুষ প্রতি ইঙ্গিতে এদের পর্যুদস্ত করবে। মেহেদি হাসান লিখেছেন, দেশ চলছে ফাইভজি গতিতে আর অন্ধ ভক্তগুলো পড়ে আছে সেই টুজিতেই। শেখ হাবিব লিখেছেন, এটাই বিজেপি পার্টির কালচার। জাকির হোসেন লিখেছেন, বিজেপি থেকে বলা হয় শিক্ষা তথা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পোষাক বা স্লোগান গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু তারাই চলে উল্টো পথে। ধর্ম অবমাননাকারীদের মুখেই এসব শোনা যায়। কথায় আছে না ভূতের মুখে রাম নাম। নিশ্চিত ভাবে এদের কারণেই ধর্মরটার ভাবমূর্তি রসাতলে যাবে। মন্মদ আনিুল রহমান লিখেছেন, এটাই বিজেপি পার্টির কালচার। চিন্ময় মিত্র লিখেছেন, বেশী বাড় বেড়েছে, হাওয়া হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করার সাহস কোথা থেকে পায়। ভালোই হয়েছে, যতটুকু দলের ড্যামেজ হয়েছিল এর ফলে তার দশগুণ মানুষের মনে জায়গা করে নিলো। এই জিনিসটা যদি উল্টে যায়, তখন কি রকম লাগবে। যাদের রাজনীতির কোনো ধ্যান ধারণাই নেই তাদের হাতে বাংলার মানুষ ক্ষমতা তুলে দেবে। এটা কোন ধরণের সৌজন্যতা। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

ভারতীয় রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য অভূতপূর্ব বৃদ্ধির পথ নির্ধারণ করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ করার প্রয়াসে, ভারতীয় রেলওয়ে রেলওয়ে গত আট বছরে, অর্থাৎ, ২০১৪-২০২২ অবকাঠামো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। গড় বাজেট পরিব্যয় ২০১৪-২২ সময়কালে ৫০৮১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে যা ২০০৯-১৪ সালের আগের সময়ের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৫ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০,২৬২ কোটি টাকার সর্বোচ্চ ওভারলে প্রদান করা হয়েছে, যা ২০০৯-১৪ এর তুলনায় ১৩৪ বেশি যা গড় বাজেট ব্যয় ৪৩৮০ কোটি টাকা। আরেকটি দুর্দান্ত উন্নয়নে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রথম দেশীয় তৈরি সেমি হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পায়। ৩০ ডিসেম্বর ২০২২-এ ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছিল, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস একটি অসাধারণ ত্বরণের সাথে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশকে সংযুক্ত করেছে। গত আট বছরে, রেলওয়ে অবকাঠামো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। গত আট বছরে, ০৩টি নতুন লাইন প্রকল্প ০৩টি গেজ রূপান্তর এবং আঠাশটি ডাবল লাইনমাল্টিপল লাইন প্রকল্পগুলি আজ পর্যন্ত চালু করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বিদ্যমান পরিকাঠামোতে মোট ৮৭৫ কিমি ট্র্যাক যোগ করা ৮৫৬৭ কোটি টাকার বিশাল খরচ সহ। গত আট বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত, একটি বিশাল মোট ৯৯৮ কিমি (৮৮ কিমি নতুন লাইন ১৫১গ কিমি গেজ রূপান্তর ৭৫৯ কিমি ডাবল লাইন) বিদ্যমান অবকাঠামোতে ট্র্যাক যুক্ত করা হয়েছে গড় ১২৪.৭৫ কিমিবছর। অধিকন্তু, ০৩ কিমি এবং এগারোটি ডাবল লাইনমাল্টিলাইন ট্র্যাক প্রকল্পগুলি ২০১৪-২২ সময়কালে বেঙ্গল রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে লাফিয়ে ও বাউন্ডে বৃদ্ধি করার জন্য ৬৪১ কিমি জুড়ে একটি নতুন লাইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিকাঠামো, পরিবর্তে, বিভাগীয় ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করবে এবং ট্রেন পরিচালনার গতিশীলতাকে অনেকাংশে উন্নত করবে। পশ্চিমবঙ্গের সুবিধার জন্য এখন ৫৩, নতুন লাইনগেজ রূপান্তরডবলিং প্রকল্পগুলি ৪৪৬৩ কিমি জুড়ে ৫৫১৭৪ কোটি টাকা ব্যয় করা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১৪ এর তুলনায় ২০১৪-২২ সালে গড় দ্বিগুণতিনগুণ কাজ ৮৮ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গেজ রূপান্তর ১১২ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি সবুজ রেলওয়ে স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতায়নের দ্রুত অগ্রগতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গে গড় বিদ্যুতায়ন ২০০৯-১৪ সালে মাত্র ১৪২ ট্র্যাক কিলোমিটারের তুলনায় ২০১৪-২২ সালে প্রতি বছর ২৬০ ট্র্যাক কিলোমিটার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ২০১৪-২২ এর মধ্যে মোট ২০৮০ ট্র্যাক কিলোমিটার, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতায়নের ৮৩ বৃদ্ধি রেকর্ড করে। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, পূর্ব রেলওয়ের মোট ২৮৫৮ কিলোমিটার নেটওয়ার্ক এখন সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুতায়িত হয়েছে, যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রার দিকে একটি বড় অগ্রগতি হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে পাঁচটি (৫) ট্রাফিক চলাচল সহজ করার জন্য ২০১৪-২২ সালে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল যার ফলে ২০১৪ সালে ৯৭টির তুলনায় ২০২২ সালে মোট ROB-এর সংখ্যা বেড়ে ১৩৭ হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩২ সংখ্যা, রবিবার, ১৬ পৌষ ১৪২৯

কাশ্মীরে কি আবার জঙ্গিদের তৎপরতা?

সম্পাদকীয়

জম্মু কাশ্মীরে কি আবার পাক জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে? আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরই পাকিস্তান ভারত সীমান্তে জঙ্গিদের উস্কানি দিচ্ছে। যতদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ট্রাম্প ততদিন পাকিস্তান একটি কথাও বলেনি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোরতর পাক বিরোধী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে আখ্যা দিতে তিনি কসুর করতেন না। তিনি চাইছিলেন পাকিস্তান নামক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে শেষ হয়ে যাক। পাকিস্তানকে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন ট্রাম্প। তিনি পরিস্কার করে বলতেন, যে পাকিস্তান এবং চিন যেভাবে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ভেঙে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তা একেবারে মানবতা বিরোধী। চিন আজকে করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত। চিনের অতীতের শক্তি নেই। কিন্তু চিন এখনও ফোঁস করতে ছাড়ছে না। তারা তাইওয়ান দখল করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ বাঁধিয়ে রেখেছে। ইচ্ছা করেই ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করছে না চিন সরকার সেটা মনে করেন আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ট্রাম্পের মতো কঠিন প্রেসিডেন্ট নন। তিনি উদার মনোভাবের প্রেসিডেন্ট। তার ফলে প্রায় সময়ে আতর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা নিয়ে চিনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও এখন আর চিনের ব্যাপরে কোনও রকম কথা বলে না। তাইওয়ানে আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সির সফর নিয়ে চিন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তারপরে একেবারে সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। চিনা সেনা মহড়া বন্ধ হয়েছে। তাইওয়ান দখল করা যে সম্ভব হবে না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। কারণ তাইওয়ানের পাশে জাপান এবং আমেরিকা উপস্থিত হয়ে রয়েছে। ফলে এই দুটি শক্তি এক হয়ে চিনাকে হুমকি দেখালে চিনের বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে সেটা পরিস্কার। এদিকে আন্তর্জাতিক আইনকে পরোয়া করছে পাকিস্তান এবং চিন। যেভাবে চিন সাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত সাগরের ওপরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে চলেছে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে আগ্রাসী দাদাগিরি। চিন একন এশিয়াতে দাদাগিরি করার চেষ্টা করছে। চারদিক দিয়ে ভারতকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করছে। ভারত রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে চলছে সেটাও কিন্তু চিন সহ্য করতে পারছে না। পাকিস্তানকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন পাত্তা দেয়নি। তার ফলে বাধ্য হয়ে একটি সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারত বন্দনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল পাক সেনারা। তারা ইমরানকে গদিচ্যুত করে। জঙ্গিরা ইমরান বিরোধীতে পরিণত হয়। পাক সেনা এবং জঙ্গিরা হাত মিলিয়ে ইমরানকে গদি থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। ইমরান খান সেটা জানেন। চিন বরাবরই আমেরিকার দাদাগিরিকে অপছন্দ করে এসেছে। চিন চাইছে না আমেরিকা সারা বিশ্ব জুড়ে দাদাগিরি চালিয়ে যাক। চিন চাইছে এশিয়া ভুখণ্ড থেকে আমেরিকা হাত তুলে নিক। চিনকে জব্দ করতে পারতেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই কারণে ট্রাম্প সম্পর্কে চিনা ভীতি ছিল। তার ওপরে উহানে করোনা বিস্ফোরণ নিয়ে যে ধরনের বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন ট্রাম্প তাকে চিন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চিন সেই সময়ে থেকেই ট্রাম্প বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ট্রাম্পকে কীভাবে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব তা নিয়ে গোপনে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের উস্কানি দিতে শুরু করেছিল। তাতেও কিন্তু ট্রাম্পকে দমন করা সম্ভব হয়নি। এতটাই শক্তিশালী ছিলেন ট্রাম্প। এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উদারপন্থীর লোক বলে পরিচত। তিনি ট্রাম্পের মতো কঠিন নন। তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ বলা যেতে পারে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানেন যে চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিন সাগরের তাদের আধিপত্য বিস্তার করা। এদিকে ভারত মহাসাগরে আমেরিকার, ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সেনাবাহিনীর মহড়া করেছিল। এই মহড়ার আয়োজন করেছিল পেন্টাগণ। চিনের বিরুদ্ধে সামরিক অবরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই মহড়া শুরু হয়। চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে কব্জা করা। ভারতকে যদি কব্জা করা সম্ভব হয় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভারত এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখান দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে সহজে চলে যাওয়া সম্ভব। কেউই বুঝতে পারবে না বা বাধা দিতে পারবে না। ভাবতের জলপথ ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোনও স্থানে যাওয়া সম্ভব। ইংল্যাণ্ড ভারতে এসে শাসন করেছিল জলপথ ধরে। জলপথ ধরে ইংরেজ সেনা ভারতে আসে। ভারতের জলপথ ধরেই ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করা সম্ভব। যদিও এখন আকাশপথ তৈরি হয়েছে। তাতে অতি দ্রুত ভারতের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কিন্তু জলপথ একটি ব্যবসার বিশিষ্ট অংশ। জলপথকে বাদ দিয়ে ব্যবসায়িক উন্নতি সম্ভব নয়। বাণিজ্য ব্যবসায় জলপথকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হয়। ভারতের ওপরে বিশ্বের বহু শিল্প উন্নতি দেশগুলোর লক্ষ্য রয়েছে। যদিও ভারত তার ব্যবসার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতকে কব্জা করতে আমেরিকা বরাবর বাধা দিয়েছে চিনকে। চিনকে ভারত দখল করতে দেয়নি আমেরিকা। ১৯৬২ সালের ভারত চিন যুদ্ধে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকা। সেই সময়ে চিন ভারতের বহু স্থান দখল করে নেয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপে পড়ে সেই সময়ে চিন বাধ্য হয়ে ভারতের বহু স্থান ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল।

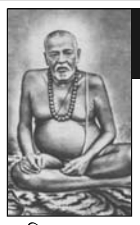

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। তারাপীঠের মা কালী সকলের জীবনকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি কারোর জীবন নষ্ট করতে দেন না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিষয়ক সংগ্রহশালা

মহিলাদের জন্য শিক্ষা দরজা বন্ধ করে রাখা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছে গোটা আফগান জুড়ে। মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার কেন কেড়ে নেওয়া হল তা নিয়ে আফগানের তালিবান প্রশাসন কোনও উত্তর দেয়নি। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মহিলারা জড়ো হয়েছিল। বহু ছাত্রীরা জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী স্লোগানও দিতে থাকে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অসংখ্যা ছাত্রীদের সমাবেশ হতে দেখা যায়। সেখানে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পোস্টার দিয়েছিল। ছাত্রী সমাবেশ কমতে সেই সব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দেয় তালিবান পুলিশ প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চত্বরে নিরাপত্তা বাহিনী জোরদার করা হয়েছে।

রবীন্দ্র কুমার শীল

দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিষয়ক সংগ্রহশালা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানি কলকাতা পুরসভা থেকে শুরু করে উড়িশার কটক (জন্মস্থান), দিল্লিতে অবস্থিত মিউজিয়াম এবং মণিপুরেও নেতাজির আইএনএ সংগ্রহশালা রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নেতাজির জন্ম ১২৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। নেতাজি সম্পর্কে গবেষণা এখনও শেষ হয় নি। তাঁর শেষ জীবন রহস্যে ঘেরা। তিনি জীবিত না মৃত্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। দেশনায়ক নেতাজি যেসব স্থানে ছিলেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা গড়ে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা পুরসভার সুভাষ বোসের মেয়র চেয়ার। তিনি ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি যে চেয়ারটিতে বসে পুরসভার কাজকর্ম দেখভাল করতেন তা সযত্নে রাখা রয়েছে। এর আগে তিনি কলকাতা করপোরেশনের সিইও ছিলেন। তিনি কলকাতার মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণের আগেইপুরসভার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন - ''কেরানী হোন বা অফিসার হোন আপনারা জনগণের সেবক। যতক্ষণ আপনারা আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করবেন ততক্ষণ আপনাদের গর্ব। প্রত্যেক কর্মচারীর উচিৎ জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ আচার ব্যবহার করা। আপনারা জানেন, অনেকগুলি বিভাগ আছে- যেখানে কর্মচারীরাজনগণের সেবকের মত আচরণ করেন না। তারা জনগণের প্রভুর মত আচরণ করেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্য পুরসভার মত জায়গায় আপনাদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে তা জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ হয়ে ওঠে। বিভিন্নভাবে আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের পরিচয় হয়, আপনারা তাঁদের সঙ্গে ভদ্র ও আত্মমর্যাদাস্পন্ন মানুষের মত ব্যবহার করুন'' (৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রদত্ত ভাণের অংশ)। এই বিশেষ বক্তৃতাটি শ্বেতপাথরে খোদাই করে কলকাতা পুরসভার প্রবেশ দ্বারে সমস্ত দর্শকদের জন্য উৎকীর্ণ করা আছে। তিনি নিজেকে একজন দেশ সেবক হিসাবে মনে করতেন। সারা জীবন সেই আদর্শের পথ ধরে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। এই কলকাতা পুরসভার থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি বলা যেতে পারে। কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। মণিপুরে আইএনএ মিউজিয়াম আছে। নেতাজিকে বিশদে জানতে গেলে এই সব সংগ্রহশালাকে পরিদর্শন করা অবশ্যই উচিত। নাহলে নেতাজির কর্মদক্ষতা এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আজানা থেকে যাবে। আদাজ হিন্দ বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আজাদ বাহিনীর অধিকাংশ

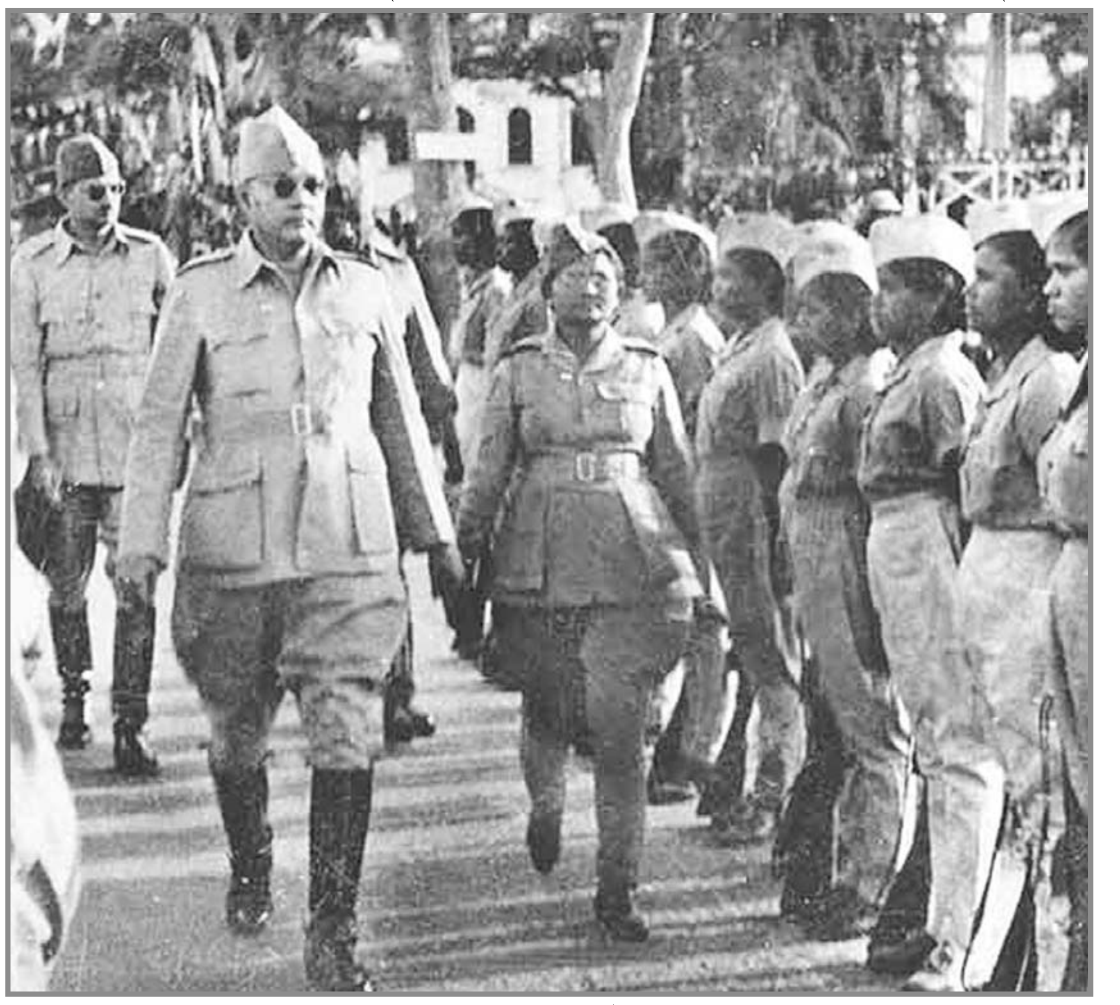

নথিকে নষ্ট করে দিয়েছে গিয়েছে ব্রিটিশ শাসকেরা। তারা নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনও চিহ্নকে অটুট রাখতে দেয়নি। তারা মনে করতো আইএনএ ফৌজ ব্রিচিশ শক্তিকে এশিয়া থেকে বিতারিত করার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই কারণে আইএনএ'র কোনও চিহ্নকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। ব্রিটিশদের চোখে যুদ্ধাপরাধী নেতাজির বিষয়ক প্রদর্শন করাও অপরাধ ছিল। কিন্তু আইএনএ ফৌজ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য সম্পর্কে জানতে পারা যায় যদি কেউ মণিপুরে মইরাং বিপুর জেলায় স্থাপিত আইএনএ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী কতখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। যুদ্ধ জাদুঘর নামে পরিচিত। সেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের দুর্লভ ছবি, আইএনএ মানচিত্র, চিহ্ন, কারেন্সি নোট, নেতাজির চিঠি, আইএনএ ব্যাজ এবং জাপানি তাবিজ সংরক্ষিত রয়েছে। এক হাজারটির বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় সম্পর্কিত নথি দেখতে পাওয়া যায়। মইরাং মাটিতেই প্রথম নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই স্থানে আইএনএ জাদুঘর বা আইএনএ শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। এটি স্থাপিত করে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল। আইএনএ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে শুরু করে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্ব এবং ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শন করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র, বেয়নেট, হেলমেট সহ বিভিন্ন বস্তু। যারা এখনও এই স্থানটি পরিদর্শন করেননি তাঁদের উচিত হচ্ছে এই স্থানটি দেখা। জাপানি সাম্রাজ্যের পতন এবং আইএনএ বিলুপ্তির সাথে বোস কোষাগারে ১৯৪৫ সালে আনুমানিক ৮০ কেজি সোনা এবং এক কোটি রুপি একটি বাক্সে প্যাক করে তিনি ভিয়েতনামের সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়াতে উড়ে গিয়েছিলেন একটি বিমানে করে। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ এ, জনপথের জাতীয় জাদুঘরে একদল সরকারি আধিকারিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে একটি টাইম ক্যাপসুল খোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখেছিলেন যে জাদুঘরের আধিকারিকেরা এমইএ-এর একটি সিল করা ক্যানভাস ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলেছেন। ভেতরে একটি স্টিলের অ্যাটাচি কেস খুলে সেখান থেকে ১৪টি পাকেজ বের করে। এর ভিতরে সোনার গহনা ছিল যা মহিলারা পরে থাকে। কানের দুল, নাকের স্ট্যাড, সোনার তার, নেকলেসসহ আরও সোনাদানা ছিল। এগুলি আইএনএ কোষাগারের গহনা। ১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে এসেছিল এই গহনাগুলি। ইতিহাসবিদ হগ টয় বলেছেন, নেতাজি চেয়েছিলেন জাপানের আর্থিক সহায়তার ওপরে না দাঁড়িয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আজাদ হিন্দ সরকার চলবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বহু ব্যক্তিরা আর্থিক সহায়তা এবং মহিলারা তাদের শরীরের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় মহিলাদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা এবং গায়ের গহনা দান করেছিল। ১৯৪৪ সালে ২১ আগস্ট আইএনএ তহবিল তৈরি করার জন্য একটি সভা ডাকা হয়। সংবাদপত্র মারফৎ খবর পেয়ে একজন ধনী মহিলা হীরাবেন বেতানি তেরোটি সোনার নেকলেস দিয়েছিলেন যার মূল্য ছিল ১.৫ কোটি টাকা। জাপান আত্মসমর্পন করলে আইএনএ এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছেদ হয়। তখন নেতাজি ৮০ কেজি সোনার গহনা যার মূল্য এক কোটি টাকার ওপরে তা নিয়ে সায়গন থেকে বিমানে উঠে মাঞ্চুরিয়ার দিকে রওনা হয়েছিলেন। সানওয়াজ কমিটি বলেছিল এই সব গহনা ছিল আইএনএ কোষাগারের সম্পদ। ১৯৫৩ সালে ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তা দেখেছিলেন। যদিও এই পোড়া গহনা নিয়ে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার কথাকে ব্যক্ত করা হয়। তবুও বলা যেতে পারে যে এগুলি ভারতীয় জনগণের দেখা উচিত। কারণ কীভাবে আইএনএ সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারকে সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহিলারা আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিল এগুলি হচ্ছে তার উজ্জ্বল নিদর্শন। নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু আইএনএ মহিলাদের সোনাগুলি সবার দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এর মধ্যে একটি দেশ নেতাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

রামায়ণেই ক্ষমার আইন, বললেন বিচারপতি

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতীয় আইন অনুযায়ী কোনও অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়ার সূত্রটি রামায়ণেই রয়েছে যা ঋষি বাল্মিকী রচনা করে গিয়েছিলেন। ভারতীয় আইনের ৭২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও আসামিকে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করাই হোক বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩২ ধারা মেতাবেক সাজাই

হোক তার মূল সূত্র ধরে রাখা হয়েছিল রামায়ণেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের আইনজীবী শাখা অখিল ভারতীয় অধিভক্ত পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে এই কথাটি ব্যক্ত করেছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি জি আর স্বামীনাথন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের বদলে ভারতীয়করণ আইন ব্যবস্থার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস আব্দুল নাজির। এই বক্তব্যকে জোরদার সমর্থন দিলেন তিনি। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস আইনজীবী সংগঠনের সম্মেলনে '৭৫ বছরের পুনরুত্থিত ভারত সময় এসেছে ভারতীয় আইনশাস্ত্রের' শীর্ষক একটি বক্তৃতায় বক্তব্য রাখতে এই মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি স্বামীনাথন। তিনি বলেছেন, রাজীব গান্ধির হত্যাকারীদের ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বক্তা হিসাবে উপস্থিত করার সময়ে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। সেই সময়েই তাঁর ঋষি বাল্মিকীর শ্লোকের কথা মনে পড়ে। রামায়ণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বীর হনুমান বলছেন, কেউ ভুলভ্রান্তির উর্দ্ধে নয়। তাই কেউ অত্যাচার করলেও প্রত্যাঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। রামায়ণে এই অসাধারণ শ্লোকের কথা মনে পড়তে আমি ক্ষমা করে দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পেরেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে ৭২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ৪৩২ ধারার মূল সূত্র কিন্তু রয়েছে রামায়ণে। রামায়ণ থেকেই বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একটি সময়ে বিচারপতি নাজির বলেছিলেন ভারতীয় আইনকে ভারতীয়করণ করে তা মাতৃভাষায় বিলি করতে। এই সময়ে এই নিবন্ধটির শিরোনাম হয়েছিল- 'অবজেকশন ইওর অনার'। আজকে আমরা এখানে বলতে এসেছি 'অবজেকশন ওভাররুল্ড'। বিচারপতি স্বামীনাথন বলেছেন, ১৯৯৪ সালে অধিভক্ত পরিষদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন তখন কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকজন জঙ্গি মসজিদের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। তারা বলতে শুরু করেছিল নিরাপত্তা বাহিনী প্রবেশ করলেই তারা মসজিদ উড়িয়ে দেবে। এই তো ওদের ধর্মের নমুনা। তখন রামজান মাস চলছিল। একটি আদালত এই সব জঙ্গিদের বিরিয়ানি খাওয়ার আদেশ দিয়েছিল। এমন বিরিয়ানি আইনশাস্ত্র কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেছেন, গত ২৮ বছরে বহু পরিবর্তন হয়েছে। আমি আজকে ভাগ্যবান যে আইনকে ভারতীয়করণ করার কথা বলতে পারছি। বর্তমান সময়ের চাহিদা মতো দেশের আইন পরিবর্তন না করার কিছুই নেই। সব দেশে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আইন পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি স্বামীনাথন। ভারতীয় বিচারপতিরা অমর হলে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে রেষারেষি হতো না। ভারতের সংবিধান এবং আইন বিভিন্ন দেশের উপাদান দিয়ে প্রস্তুত। পশ্চিমী বাজনায় ভারতীয় সুর বাজানোর মুন্সিয়ানায় প্রস্তুত ভারতীয় সংবিধান। সেই কারণে ভারতীয় সংবিধানে বহু ধারা এবং উপধারা রয়েছে যা একজনকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত থাকে। স্বাধীন থাকতে শেখায়। আসলে ভারতীয় সংবিধান কাউকে একনায়ক হতে শেখায় না। সব সময়ে গণতান্ত্রিক চিন্তাকে প্রসারিত করে। রামায়ণে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ বিস্তারিত। রামায়ণে রাম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই।

ফাঁসিদেওয়ায় পরপর তিনটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙাপানি বণিক জোত গ্রামে শনিবার সকালে উঠেই মানুষের মাথায় হাত পরপর তিনটি মন্দিরে চুরির হয়ে গেছে ঠাকুরের গহনা সহ মন্দিরে থাকা পুজোর সামগ্রী। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শুধুমাত্র মন্দিরের সামগ্রী বা ঠাকুরের গহনায় নয় চোরেরা চুরি করার পর ঠাকুরের ক্ষতি করেছে। যার কারণে এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নবদ্বীপে নমমী গঙ্গে প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলো জেলাশাসক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপ মনিপুর ঘাট রোডে নমমী গঙ্গে প্রকল্পের এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন করা হল। এদিন সকালে নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মনিপুর ঘাট রোডে নমমী গঙ্গে প্রকল্পের ফিতে কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করলেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠিটি। ছিলেন মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ সহ আরো বিশিষ্ট অতিথিরা। জানা যায়, ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল নমমী গঙ্গে প্রকল্পের অন্তর্গত এস টি পি প্রকল্প। যা এক কথায় শহরের ২৪ টি ওয়ার্ডের যাবতীয় নোংরা নর্দমার জল সেখানে এসে জমে সেখান থেকে ফিল্টার হয়ে পরিশ্রুত হয়ে পড়বে গঙ্গায়। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং বিধায়কের উপস্থিতিতেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল শনিবার।

বছরের শেষ দিনে পর্যটকদের ঢল নামলো লতাবাড়ি গ্রীন পার্কে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ দিনে শনিবার পর্যটকদের ঢল নামলো স্বনির্ভর মহিলা দল দ্বারা পরিচালিত আলিপুরদুয়ার জেলার লতাবাড়ি গ্রীন পার্কে। সারা বছরই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের আগমন হয় এই গ্রীন পার্কে। বছরের শেষে প্রচুর জনসমাগম লক্ষ্য করা গেল গ্রীন পার্কে। কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রীন পার্ক স্বনির্ভর মহিলা দল দ্বারা পরিচালিত। এলাকার ২৪ জন মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা এখানে যুক্ত রয়েছে। পর্যটকদের আগমন হওয়ায় খুশি স্বনির্ভর দলের মহিলারা।

দুটো দেশী পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি সহ পুলিশের জালে আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী । দুটো দেশী পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি সহ পুলিশের জালে আটক কুচবিহারের যুবক নবকান্ত অধিকারী । জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশ বলেন গতকাল রাতে আলিপুরদুয়ারের সোনাপুরে নাকা চেকিং-এর সময় একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ । ধৃত ব্যক্তির কাছে দুটি দেশী পিস্তল ও দুটো তাজা কাতুর্জ পাওয়া যায় । প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত করবে পুলিশ ।

বর্ষবরণকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর শিলিগুড়িকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর শিলিগুড়িকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শহর শিলিগুড়ি। রয়েছে ইন্দো বাংলাদেশ, ইন্দো নেপালের মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত। শিলিগুড়ি সংলগ্ন রয়েছে ইন্দো- ভুটান সীমান্তও। এছাড়াও বাংলা বিহার, বাংলা সিকিম, বাংলা অসম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত। বরাবরই দুষ্কৃতিদের সফট টার্গেট শহর শিলিগুড়ি। অনায়াসে এই শহরে বা এই শহর থেকে অন্যত্র পাড়ি দেওয়া যায়। যে কারণে সবসময়ই পুলিশ ও প্রশাসনকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আর ইংরেজি বর্ষবরণকে ঘিরে শহরে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বা অপরাধ সংগঠিত না হয় তার জন্য বাড়তি ও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারেট ও দার্জিলিং জেলা পুলিশ।

হস্তশিল্পের প্রসার মেলা বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ষোলো দিন ধরে হস্তশিল্পের প্রসার মেলা শুরু হতে চলেছে বোলপুরে। মেলার উদ্বোধন হবে ১ জানুয়ারি থেকে। চলবে ষোলো জানুয়ারি পর্যন্ত। বোলপুর শিবতলায় বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে এই হস্তশিল্পের মেলা শুরু। ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে এই মেলা হবে বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে। জানা গেছে, সাড়ে চারশো শিল্পীদের সরকারি উদ্যোগে নিয়ে এসে নিখরচায় ১৭ টি স্টল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এখানে স্থায়ী ৭৫ টি স্টলের মধ্যে পঁচিশটি বিলি করা হয়েছে। সেগুলোও এই মেলায় থাকছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, প্রায় ছয় লক্ষ হস্ত শিল্পীকে রঙিন পরিচয় পত্র দেওয়া হবে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে। পাশাপাশি, তাদের বাজার ধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যের পাশাপাশি, নিখরচায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাজ্যের চার জায়গা যেমন- কলকাতার নিউ টাউন, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর ও বোলপুরে স্থায়ী হাট করা হয়েছে। সেখানে স্থায়ী হাট আছে। আন্তরাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সরকার। গত অর্থ বৎসরে তিন হাজার আটশো সতেরো জন শিল্পীকে এই সরকারি ভাতা দেওয়া হয়েছে। বিগত একুশ - বাইশ অর্থ বর্ষে আট হাজার একশো বত্রিশ জন শিল্পী মেলায় অংশ গ্রহন করে। তার ফলে প্রায় সাতাত্তর কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এবারও কলকাতার ইকোপার্কে হস্ত শিল্প মেলায় সাড়ে ছয় হাজার হস্ত শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। সেই মেলা থেকে প্রায় তেষট্টি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এছাড়াও চার হাজার বয়স্ক শিল্পীদের হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে টাকা আদায়, নলহাটিতে নিত্য ভোগান্তি মানুষের

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার নলহাটিতে কুণাল ঘোষ ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন সভা ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই শহরে গ্রাম বাংলার মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। যদিও তাতেও নলহাটি করিমপুর বাইপাশের চিত্র এতটুকু বদলায় নি। করিমপুরের সেতু থেকে সারি বেঁধে চলেছে ট্রাক। নলহাটি ঢুকছে খালি গাড়ি। লোডিং গাড়ি ফিরছে নলহাটি পাহাড় থেকে। রাস্তার মাঝেই জায়গায় জায়গায় চলছে হাত বাড়িয়ে টাকা আদায়। কিছু দিন আগেই জেলা পাথর খাদান ও ক্রাশার মালিক সমিতির সম্পাদক তাপস যাদব সোচ্চার হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে রাজস্ব সরকারি খাজানা জমা দেওয়ার পক্ষে। বাহাদুরপুরের ক্রাশার মালিক পিন্টু মশকরা পরিস্কার বলেন, আমরা চাই রাস্তায় টাকা তোলা বন্ধ হোক। অনলাইনে সরকারকে পেমেন্ট চালু হোক। কিন্তু সরকারি মদতে এসব চলছে। তাঁর কথায় স্পষ্ট যে সরকারকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা লাভের গুড় লুটেপুটে খাচ্ছেন। স্থানীয় বিধায়ক রাজু সিং বিভাগীয় দফতরের দিকে বল ঠেলে চুপ করে থাকেন। তার ভাই পিন্টু সিং তাকে এব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি পুরো দায় ঝেড়ে ফেলে বলেন, পাহাড় খাদান ও ক্রাশারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি মালিক সমিতির কোনো কমিটিতে নেই। কিন্তু কার মদতে রাস্তার ধারে টাকা আদায় চলছে? কোথায় যাচ্ছে এই বিপুল এই টাকা? কতটুকুই বা যাচ্ছে সরকারি কোষাগারে। বিভাগীয় বি এল আর ও দফতরকে ঢাল করে চলছে এই আদায়। বিভাগীয় দফতর সূত্রে জানা যায়, বাৎসরিক ছত্রিশ কোটি টার্ণ ওভার। তাহলে দৈনিক বারোশোর উপর গাড়ির উপর গাড়ি পিছু ৮০০ টাকা কোথায় যাচ্ছে তার উত্তর কারো কাছে নেই। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথ চলতি মানুষের অভিযোগ, রাস্তার দৈন্য দশা কোনোদিন ঘুচল না। সমস্ত রাস্তা খানা খন্দে ভরা। যত ট্রাক চলে, রাজস্ব ছাড়াও যা টাকা ওঠে এই রাস্তা সোনায় মুড়ে দেওয়া যেত।

রায়গঞ্জ অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে মহাসমারোহে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কল্পতরু উৎসব

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ করোনা পরিস্থিতির জন্য গত দুই বছর উৎসবে ভাটা পড়লেও এবছর মহাসমারোহে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে কল্পতরু উৎসব। রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন, ছত্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মোহনবাটিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হবে দিনটি। এদিন রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে দেখা গেল ভক্তদের চরম ব্যস্ততা। মন্দির প্রাঙ্গণে আল্পনা দিচ্ছেন ভক্তরা, মন্দিরের মূল ফটক ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মিশনের চারিদিক ঝাঁ-চকচকে করে তোলা হচ্ছে। ২০২১ সালে করোনার প্রকোপে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের নির্দেশে রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে ভক্ত সমাগম ছাড়াই কল্পতরু উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভক্ত সমাগম পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল জনশূন্য। মন্দিরের গেট ছিল পুরোপুরিভাবে বন্ধ। গেটের বাইরে থেকে ভক্তরা প্রণাম সেরে ফিরে যান। মিশনের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ফুল, বেলপাতা, ফলমূল সহ অন্যান্য সামগ্রী এবং প্রণামী তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যান ভক্তরা। এবারে মা সারদার জন্ম উৎসবের পাশাপাশি কল্পতরু উৎসব পালনে প্রথম থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিল রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন। এবছর দুই দিন কল্পতরু উৎসব আয়োজন করেছে মিশন কর্তৃপক্ষ। ১ জানুয়ারি ভোর ৫ টায় মঙ্গলারতি ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পর সকাল সাড়ে সাতটায় পুজোপাঠ ও হোম হবে। এরপর সাড়ে ১১ টায় পুষ্পাঞ্জলি ও ভোগ নিবেদনের পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাণী নিয়ে আলোচনা ও ভক্তিমূলক গান অনুষ্ঠিত হবে। ২ জানুয়ারি ভোরে মঙ্গলারতি, সকাল সাড়ে ৭ টায় নিত্যপূজা এবং বিকেলে কালিয়াগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিবেশন করবে লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যারতি ও রামনাম সংকীর্তন। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমেও কল্পতরু উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জের মোহনবাটিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেবা সংঘেও কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপন করবেন ভক্তরা।

নতুন বছরের দোরগোড়ায় মরসুমের প্রথম তুষারপাত সান্দাকফুতে, দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া রোদ ঝলমলে

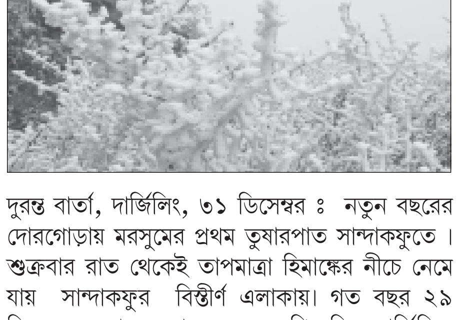

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরের দোরগোড়ায় মরসুমের প্রথম তুষারপাত সান্দাকফুতে । শুক্রবার রাত থেকেই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায় সান্দাকফুর বিস্তীর্ণ এলাকায়। গত বছর ২৯ ডিসেম্বর তুষারের চাদরে ঢেকে গিয়েছিল দার্জিলিং। যদিও এবার তেমন পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া রোদ ঝলমলে রয়েছে। আশার প্রহর গুনছে পর্যটকরা। দার্জিলিংয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব থাকলেও তা শক্তিশালী না হওয়ায় এখনই শৈলরানিতে তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। গত দু'দিন পাহাড়ের উঁচু জায়গাগুলিতে বৃষ্টি হয়েছে। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানান, নতুন বছরের আগে দার্জিলিং পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। আগামী ৭২ ঘণ্টা উত্তরবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার থাকায় দিনের তাপমাত্রা বাড়লেও রাতে তাপমাত্রার হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুষারপাত হয়েছে। টানা তুষারপাতের কারণে ছাঙ্গু ও কার্যত বিচ্ছিন্ন। গুরুদম্বার থেকে লাচুংয়ের ছবিটাও অনেকটা একইরকম।

অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা মামলায় নতুন মোড়, গোপন জবানবন্দি শিবঠাকুরের মায়ের

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা মামলায় নতুন মোড়। এবার তদন্তের স্বার্থে অভিযোগকারী শিবঠাকুর মণ্ডলের মা ও বালিজুড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে তোলা হল দুবরাজপুর আদালতে। শনিবার তাঁদের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। প্রাক্তন তৃণমূল কর্মী শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুবরাজ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত মণ্ডল। পরে জামিনও পেয়েছেন তিনি। এবার সেই তদন্তের স্বার্থে আদালতে শিবঠাকুরের মা সুভদ্রা মণ্ডল এবং বালিজুড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অর্জুন সাহা ডেকে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হল। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের অগ্রগতির জন্য এদিন তাঁদের গোপন বয়ান নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, দুবরাজপুরের তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অনুব্রতর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় দুবরাজপুর থানায়। আর সেই মামলাতেই ইডির হেফাজতে দিল্লি যাওয়া থেকে আপাতত স্বস্তি মিলেছিল বীরভূমের তৃণমূল সভাপতির। গত সপ্তাহে অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার আগে শিবঠাকুর মণ্ডল নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই হেফাজতে আসানসোল জেলে থাকা অনুব্রত মণ্ডলকে দুবরাজপুর থানার লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ দিন তিনি এখানেই ছিলেন। গত মঙ্গলবার ফের আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে। সেদিন তিনি অবশ্য জামিন পেয়ে যান। আপাতত আসানসোল সংশোধনাগারে রয়েছেন তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি। অনুব্রতর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা শিবঠাকুর মণ্ডলের বিরুদ্ধে নাকি নাকি ভুরি ভুরি অভিযোগ তাঁরই আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের। এ বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ। সেই শিবঠাকুর মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ অবাক করেছে স্থানীয়দের। আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিলেন শিবঠাকুর মণ্ডলও। এবার তাঁর মা ও পঞ্চায়েতের উপপ্রধানেরও গোপন বয়ান রেকর্ড করা হল।

তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অকাল বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছে বাঁকুড়া

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ অকাল বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছে বাঁকুড়ার গোপীনাথপুরের তন্তুবায় সম্প্রদায়। শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে কর্মের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে বিশ্বকর্মার আরাধনায় ব্রতী হন তন্তুজীবীরা। অতীতকাল থেকেই এই প্রথা বজায় রয়েছে। রীতিমতো বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরী করে সারাদিন পূজার্চনা, হোমযজ্ঞ এর আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়া তন্তুবায় সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গোপীনাথপুর আদর্শতন্তুবায় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় গোপীনাথপুরে বিশ্বকর্মার আরাধনার আয়োজন করা হয়েছে। সমিতির পক্ষে শিবপ্রসাদ দত্ত, দুর্গাদাস লৌহ জানান নিজেদের জাত কর্ম তাঁত শিল্প কে বাঁচিয়ে ও তার উন্নতি কামনায় সুদূর অতীতে এই পুজোর প্রচলন হয়। বিভিন্ন পঞ্জিকা তেও এই পুজোর উল্লেখ রয়েছে। তন্তুবায় অধ্যুষিত শান্তিপুর, নদীয়া, ফুলিয়া প্রভৃতি স্থানে আজকের দিনে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পূজা হয় বলে তারা জানান। বাঁকুড়া শহরে গোপীনাথপুর তন্তুবায় অধ্যুষিত এলাকা। এক সময়খুব সকাল থেকেই এখানে তাঁতের কাজ শুরু হত, তাঁতের আওয়াজে সারা এলাকা গমগম করতো, যা জানান দিত তন্তুবায়দের উপস্থিতি। তাঁত শিল্পে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হতেই পিছু হঠতে শুরু করে হস্তচালিত তাঁত, আর তারপর থেকেই নেমে আসে তাঁতশিল্পী দের দূরাবস্থা। কাজ হারায় বহু শিল্পী। বর্তমানে সমবায় এর মাধ্যমে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাঁত শিল্পে নিয়োজিত মানুষেরা। এই কাজে সাফল্য কামনায় নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে বিশ্বকর্মার আরাধনা। শিবপ্রসাদবাবু জানান, পুজো উপলক্ষ্যে আগামী সোমবার নরনারায়ন সেবার আয়োজন করা হয়েছে।

বালুরঘাটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভেঙে লুঠ বিভিন্ন সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার লালপুর এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভেঙে শিশুদের খাওয়ার সামগ্রী চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালের চুরির বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, হিলি থানার ধলপাড়া পঞ্চায়েতের লালপুর যুবকল্যাণ সংঘের পাশেই ২৯ নম্বর লালপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ৬০ জন শিশু রয়েছে। পঠনপাঠনের ঘর সহ একটি রান্নার ঘর রয়েছে। অভিযোগ, শনিবার সকালে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভাঙা অবস্থায় নজরে আসে স্থানীয়দের। পরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকারা সেন্টারে পৌঁছে দেখেন খাদ্যসামগ্রী লুঠ হয়েছে। ঘটনার জেরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। যদিও এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

চোপড়ায় ডোবা থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ডোবা থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতার নাম সুনিতা মালাকার (৩০)। শনিবার বাড়ির ৫০০ মিটারের মধ্যে একটি ডোবা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্থানীয়রা ওই মহিলার দেহ ভেসে আসতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রশাসনিক বৈঠক। মূলতঃ মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল এবং মানিকচক ব্লকের বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক ব্লক রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মানিকচক ব্লক বিডিও শ্যামল মন্ডল, মানিকচক থানার আইসি পার্থ সারথী হালদার, মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল বিএমওএচ্ অভীক শঙ্কর কুমার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিতা মন্ডল সহ অনান্যরা। বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র বলেন, মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রশাসনিক বৈঠক করা হল। মূলতঃ, মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল এবং মানিকচক ব্লকের বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের এবং কি কি কাজ করা হলে হাসপাতালের উন্নয়ন হবে এই নিয়ে মিটিং করা হয়।

লিখিত নির্দেশের পরই সরানো হল সাঁইথিয়া থানার ওসিকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সাঁইথিয়া থানার ওসি প্রসেনজিত্ দত্তর বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বদলির সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পুলিশ। বীরভূমের পুলিশ সুপারের লিখিত নির্দেশের পরেই সরানো হল সাঁইথিয়া থানার ওসি। তাঁকে পাঠানো হল রামপুরহাট থানায়। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হল অশোক সিনহা মহাপাত্রকে। শনিবার এখবর প্রকাশ্যে এসেছে। বালি পাচার ও তোলা আদায়ের অভিযোগ আগেই তুলেছিল বিজেপি। এরপর অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ তুলে সরব হন তৃণমুল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার মুখপাত্র মলয় মুখোপাধ্যায়। সাঁইথিয়া থানার ওসি প্রসেনজিত দত্তের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে। বেশ কিছুদিন আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার ও বালি বোঝাই লরি থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ তোলে স্থানীয় বিজেপি। গত ১৮ ডিসেম্বর এই ইস্যুতে সাঁইথিয়া থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা। এর কয়েকদিন পরেই তৃণমুল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার মুখপাত্র মলয় মুখোপাধ্যায় এক সভায় বলেন, সাঁইথিয়া থানার ওসি বাড়াবাড়ি করছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেব। তখন বুঝবেন।

ভারত- নেপাল সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার, উদ্ধার পাঁচটি গরু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহাকুমার ভারত নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে গরু পাচার করার আগে পাঁচটি গরু উদ্ধার করল এসএসডি জওয়ানেরা। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়নি কাউকে। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ির ছাপুজত এলাকায়। শনিবার ভোররাতে এসএসবি-র আট নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা সীমান্তে দহলদারি চালানোর সময় নেপাল থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে গরু পাচার করতে দেখেন। এসএসসি জওয়ানদের দেখতে পেয়েই গরু ছেড়ে নেপাল পালিয়ে যায় দুই পাচারকারী। পরে পাঁচটি গরু উদ্ধার করে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে নকলবাড়ি থানার পুলিশ।

২০২২ সালের শেষ সূর্যাস্ত দারকেশ্বর নদীর রাজগ্রাম ব্রীজ থেকে।-অনিরুদ্ধ

গাজলের বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে গাজলের দেওতলা অঞ্চলের দেওতলা বাস স্ট্যান্ড বাজারে একটি মুদিখানার দোকানে ও একটি সোনার দোকানে ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে শুক্রবার রাতে। মুদিখানর দোকানের শাটারের লক ভেঙ্গে দুস্কৃতীরা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে দুস্কৃতীরা পালিয়ে যায়। সব মিলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায় এবং নগদ ১১ হাজার টাকা নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। সোনার দোকানের পিছনের স্টিলের জানালা ভেঙ্গে দুস্কৃতীরা ঘরের ভিতরে ঢুকে সোনার তরী বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায় এবং সিন্দুক ভেঙ্গে যে সমস্ত মালামাল ছিল সব নিয়ে পালায় দুস্কৃতীরা । প্রায় সব মিলিয়ে দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকার মাল নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। এলাকাবাসীদের দাবি দেওতলা বাস স্ট্যান্ডে সিসি ক্যামেরা লাগালে চোরেদের উৎপাত অনেকটা কমে যেত। তাই সরকারিভাবে দেওতলা বাস স্ট্যান্ডে সিসি ক্যামেরা লাগাতে হবে। জানা যায় ওই মুদির দোকান মালিকের নাম কমল মাহাতো ও সোনার দোকানের মালিকের নাম সুপদ কর্মকার তারা দুজনেই শনিবার গাজল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানা পুলিশ। তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন মুদিখানা দোকানের মালিক ও সোনার দোকানের মালিক।

ওয়ার্ডউৎসবের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে এই ওয়ার্ড উৎসবের সূচনা করেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম দেব। আজ থেকে শুরু এই ওয়ার্ড উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পাশাপাশি এদিন এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় যেখানে গৌতম দেবের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ৩ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান মিলি শীল সিনহা, অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও বিভিন্ন বিভাগের মেয়র পারিষদরা সহ ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও পড়ুয়ারা। এছাড়া এদিনের এই শোভাযাত্রায় ২টি সুসজ্জিত ট্যাবলোরও আয়োজন করা হয়। এদিনের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের উইনার্স ক্লাবের ময়দান থেকে শুরু হয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে উইনার্স ক্লাবের ময়দানে এসে শেষ হয়।

উত্তর মধ্য রেলপথ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশান) উত্তর মধ্য রেলপথ, ঝাঁসি ''ওপেন টেন্ডারের'' আহ্বান জানাচ্ছেন অনলাইনের মাধ্যমে(ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য। **কাজের বিবরনঃ** ওএইচই এর মডিফিকেশান সাথে ১ এবং ২ নম্বর লাইনে ৩ লোকো দীর্ঘ ওএইচই বিস্তার, ঝাঁসি ডিভিশনে ডিজেল লোকো শেডে। **ই- টেন্ডার নংঃ** জেএইচএস - টিডি-টেন্ডার-২০২২-০৯, **আনুমানিক দর (টাকা)ঃ** ৯৯৭১৮.৪৯, **অগ্রিম মূল্য/ নিরাপত্তা মূল্য(টাকায়)** ২০০০০.০০, **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখঃ** ২৪.০১.২০২৩ বিকেল ৩টে। **কাজ পরিপূরণের সময়সীমা/ গ্রহণ পত্রের প্রাপ্তির পরঃ** ৩ মাস। অনলাইনে টেন্ডার জমা করা যাবে ২৪.০১.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। বিড জমা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে ভারতীয় রেলপথের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।
1736/22(K)
www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

ছাতি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচের পুনরুদ্ধার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিএইচআর-ভিন্টেজ-০৩-২১-আরটি, তারিখঃ ২৯-১২-২০২২। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ছাতি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচকে "এটি যেমন ছিল" যেমন ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় পুনরুদ্ধার করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৬,৭২,৯৫৭/- টাকা, ই-টেন্ডার ২০-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৫.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিরেক্টর/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কার্শিয়াং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বর্মনগর ঘাটে পর্যাপ্ত শান্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এনএফএফআর/ইকনজি/১২৫ অফ ২০২২ তারিখঃ ২৮-১২-২০২২। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বর্মনগর ঘাটে পর্যাপ্ত শান্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা করার সঙ্গে রিলে কক্ষের সম্প্রসারণ। টেন্ডার রাশিঃ ৫৪,০৩,৭২০.৭১/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,০৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ২৩-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৩-০১-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসটি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মিসেস অর্চনা যোশী, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২৭.১২.২০২২ তারিখে এসইআর সদর দফতর, গার্ডেন রিচ-এ মালবাহী স্টক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোচ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক বই প্রকাশ করছেন।

সিকিমের পেলিং স্কাইওয়াকে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু ৫ শ্রমিকের

সিকিম, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সিকিমের পেলিং স্কাইওয়াক এলাকায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার ৫ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন অন্তত ৩ জন। শনিবার এই খবর পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ জলপাইগুড়ির সদর ব্লক। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাংলার মোট ১১ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধসের কবলে পড়েন। মৃত্যু হয় জলপাইগুড়ির ৫ জন শ্রমিকের। মৃতদের মধ্যে ২ জন এবং আহত ৩ জনের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাকুয়াপাড়া এবং ধামিপাড়া গ্রামে। সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা রবি রায় (৩২), সুধরাম ওঁরাও (৪২)। আহতদের মধ্যে এক জনের পরিচয় সামনে এসেছে। তাঁর নাম প্রশান্ত রায়। জানা গিয়েছে, গত ১৫ ডিসেম্বর সিকিমের পেলিং এলাকায় যান তাঁরা। সেখানে একটি স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজ ছিল। শুক্রবার সকালে কাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আচমকাই ধস নামে ওই এলাকায়। তাতেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ৫ জনের। এরপর শ্রমিকদের গ্রামে খবর পৌঁছলে পরিবারের সদস্যরা সিকিমে রওনা হন। সেখানে পৌঁছলে তাঁদের দেহ হস্তান্তর করে স্থানীয় প্রশাসন। এরপর তাঁরা দেহ নিয়ে শনিবার ভোরে গ্রামে পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়পরিজনেরা। আহতদের মধ্যে ২ জন এখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় খাদে পড়ল গাড়ি ৩ জনের মৃত্যু

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঠুয়া জেলার বানি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছেন, বানি-বসোলি সড়ক থেকে যাওয়ার সময় গেরা অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় জেকে ০২ বি আর ৮৮৩৪ নম্বরের একটি গাড়ি।অনেক নীচে খাদে গাড়িটি পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন অজয়, মোহন লাল ও কাকু রাম। মোহন লাল ও কাকু রামের বাড়ি ডোডা জেলায়, অজয় বিল্লাওয়ারের বাসিন্দা। স্টেশন হাউস অফিসার জসবিন্দর সিং বলেছেন, একজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাস চালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বরঃ শুক্রবার সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ। যদিও এখন তিনি শঙ্কামুক্ত। পন্থ নববর্ষে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে উত্তরাখণ্ডে যাওয়ার সময় তার গাড়ি রুরকির কাছে মহম্মদপুর জাটে হাইওয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় পন্থ গুরুতর আহত হন, তাঁর গাড়িতেও আগুন লেগে যায়। সুশীল কুমার নামে এক হরিয়ানা রোডওয়েজের বাস চালক পন্থকে গাড়ি থেকে টেনে আগুনের ভেতর থেকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। যথাযথ চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সও ডাকেন। ওই ড্রাইভার তিনি নিজেও জানতেন না যে পন্থ ভারতের হয়ে খেলেন এবং একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ পন্থকে বাঁচানোর জন্য সুশীলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। লক্ষ্মণ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় ২০২২ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ড সফরের সময় জাতীয়দলের কোচ ছিলেন।

আগামী ৬ জানুয়ারি মণিপুর আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

ইমফল, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ৬ জানুয়ারি মণিপুর আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি ইমফল পশ্চিম জেলার সাঙ্গাইথেলে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্মিত ১২০ ফুট উঁচু 'পোলো ট্যাচু' (স্মৃতিস্তম্ভ)'র আবরণ উন্মোচনের পাশাপাশি কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে ১০০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস) চত্বরে ১৮-শয্যার একটি প্রাইভেট ইউনিট, চূড়াচাঁদপুর জেলা সদরে নির্মিত মেডিক্যাল কলেজ সহ ৩০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যে নির্মিত কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম নবনির্মিত ১২০ ফুট উঁচু পোলো ট্যাচুর আবরণ উন্মোচন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভটি ইবুধউ মারজিং পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলা এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য সম্মানের প্রতীক হিসেবে মণিপুরের ১৯ জন অলিম্পিয়াডের মূর্তি পার্কে স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই বিশাল মূর্তিটি পোলোর আবাসস্থল মণিপুরকে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াবে। এছাড়া স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি করবে।

রসনা

মাশরুমের লোভনীয় পদ খেতে চলে আসুন পুরুলিয়ায় এখানে আয়ের পথ দেখাচ্ছে মাশরুম

শীতে বেড়াতে কে না পছন্দ করেন। তাই কোথাও যাবার আগে একবার ভেবে দেখুন পুরুলিযায় গেলে কেমন হয়। কারণ এখানে এক সঙ্গে পাহাড় ও জঙ্গল দুই পাবেন। সেই সঙ্গে পাবেন মাশরুমের বিভিন্ন পদ। যা মুখে লেগে থাকবে বলেই মনে হয়। এখানে আয়ের পথ দেখাচ্ছে মাশরুম। আর সেই চাষের ফলে মাশরুমের নানা পদে এবার সেজে উঠছে পর্যটকদের পাতে। শীতের পুরুলিয়ায় অসীম সৌন্দর্যের পাশাপাশি এবার পর্যটকদের রসনাতৃপ্তিতেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গিছে। পাশাপাশি মাশরুম চাষে জোর দিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের মহিলাদের মাশরুম চাষাবাদের পাঠ দিচ্ছে বনদপ্তর। এই চাষাবাদের মাধ্যমেই এবার থেকে নতুন বছরে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের ডিশে থাকতে চলেছে অযোধ্যার মাশরুমের নানা পদ। পুরুলিয়া বিভাগের ডিএফও

জানান, মাশরুম চাষের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার মাসিক ছ' থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারবেন। ফলে তাঁদের আর জঙ্গল থেকে কষ্ট করে জ্বালানির কাঠ কেটে হাটে-বাজারে নিয়ে যেতে হবে না। প্রথম ধাপে ছ'টি যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের এই পাঠ দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে বাকিগুলি করা হবে। বনদপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, অযোধ্যা রেঞ্জ এলাকায় মোট ২৫ টি যৌথ বন পরিচালন সমিতি আছে। প্রথম ধাপে ছ'টি সমিতির সদস্যদের পরিবারকে দুর্গাপুর থেকে মাশরুম চাষের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাকিগুলিকেও ধাপে ধাপে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শনিবার কর্মশালায় হাজির হয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন ডিএফও। জানা গিয়েছে, প্রতি কেজি বীজ থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ কেজি মাশরুম চাষ হয়। ফলত প্রথম ধাপে এই চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজেরাই এই চাষ বাড়িতে করতে পারবে বলে আশাবাদী বনদপ্তর।

এই উদ্যোগের সাফল্যে অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন হোটেল, পর্যটক আবাসে পর্যটকদের মেনুতে যুক্ত হতে চলেছে অযোধ্যার পাহাড়ে চাষ হওয়া মাশরুমের হরেক পদ। পুরুলিয়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাহাড়ের প্রচুর মানুষ জঙ্গল থেকে জ্বালানির জন্য কাঠ কেটে তা কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাহাড়তলির হাটে, বাজারে বিক্রি করে সামান্য টাকা উপার্জন করেন। এই মাশরুম চাষ সফল হলে তাঁদের আর জঙ্গলের কাঠের উপর নির্ভর করতে হবে না। বিকল্প আয়ের উৎস হবে মাশরুম। সেই সঙ্গে রসনাতৃপ্তি।

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কিসে দেখে নিন

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার দিকেই ছিল সবার ঝোঁক। এমন খাবার বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শরীর আর মনে। রইল রেসিপি মশলা ওটস-উপকরণ- ওটস ২ কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ক্যাপসিকাম, গাজরকুচি সামান্য, টমেটোর টুকরা ১টি, বরবটি, হলুদের গুঁড়া সামান্য পরিমাণ, মরিচের গুঁড়া সামান্য পরিমাণ, জিরা (ফোড়নের জন্য) সামান্য পরিমাণ, লবণ পরিমাণমতো, ধনেপাতা সাজানোর জন্য, তেল ১ চাচামচ। প্রণালি- কড়াইতে তেল দিয়ে জিরা ফোড়ন দিয়ে দিন। হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। টমেটো দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিন। বাকি সবজি সব দিয়ে দিন। এরপর ওটস আর জল দিন যথাক্রমে। ওটস সেদ্ধ হয়ে এলে ওপরে ধনেপাতা দিয়ে পরিবেশন করুন। ছোলার সালাদ-উপকরণ- লেটুস ১ কাপ, টমেটো ১ কাপ, পেঁয়াজকাটা ১ কাপ, ছোলা ১ কাপ, শসা ১ কাপ, চাট মসলা সামান্য পরিমাণ, বিট লবণ সামান্য পরিমাণ, টক দই ১ টেবিল চামচ।প্রণালি- ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। লেটুসপাতা, টমেটো, পেঁয়াজ, সেদ্ধ চানা, শসা সঙ্গে টক দই দিয়ে মাখাতে হবে। এরপর ওপরে একটু বিট লবণ আর চাট মসলা দিয়ে দিন। সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আস্ত মুরগির রোস্ট-উপকরণ- আস্ত মুরগি দেড় কেজি, লবণ স্বাদমতো, গোলমরিচ স্বাদমতো, পাপরিকা ৩ গ্রাম, থাইম ২ গ্রাম, অরিগানো ২ গ্রাম, রোজমেরি ২ গ্রাম, মাখন ৩ গ্রাম, ব্রেডক্রাম্ব ১৫ গ্রাম, শর্ষেবাটা ৫ গ্রাম।প্রণালি- মুরগির মেরুদণ্ড কেটে প্রজাপতির মতো আকারে নিয়ে আসতে হবে। একটি পাত্রে রোজমেরি, থাইম, পাপরিকা, লবণ, মরিচ একসঙ্গে মেশান। মুরগির ওপরে এবং পেছনে মিশ্রণটি ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। ওভেনটি ১৮০ ডিগ্রিতে দিয়ে ১০ মিনিট গরম করুন। ৩০ মিনিটের জন্য মুরগিটি ওভেনে বেক করুন একই তাপমাত্রায় (মুরগির আকারের ওপরে ভিত্তি করে সময় কমবেশি হবে।) প্রতি ১০ মিনিট পরপর মুরগির ওপর নিচে মাখন লাগিয়ে দিন। এতে সুন্দর বাদামি রং আসবে। হয়ে এলে ওভেন বন্ধ করুন এবং মুরগির ওপরে শর্ষেবাটা লাগিয়ে দিন। শর্ষের ওপরে ব্রেডক্রাম্ব ছিটিয়ে দিন। এরপর কাটা পার্সলে দিয়ে ছিটিয়ে দিন। রাসবেরির শরবত- উপকরণ-বাড়িতে বানানো গোলাপের চিনির সিরাপ ১৬ গ্রাম, জল, তাজা পুদিনাপাতা ১০ গ্রাম, রাসবেরি ২০ গ্রাম, লেবুর রস পরিমাণমতো, গোলাপের শিরা বানানোর উপকরণ- চিনি ৫০০ গ্রাম, গোলাপের নির্যাস ১০ গ্রাম, জল ৬৫০ মিলিলিটার। প্রণালি- সু ভিড পদ্ধতিতে এটি বানাতে হবে। একটি প্লাস্টিকের থলেতে বা একটি কাচের পাত্রে উপকরণগুলো রেখে চুলার ওপরে ৩৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৩ দশমিক ৫ ঘণ্টার মতো গরম জলের ভেতরে রেখে দিতে হবে। প্রণালি- সব উপকরণ একটি গ্লাসে নিয়ে নিন। বরফ দিন। জল দিয়ে হালকা মিশিয়ে দিন।ডার্ক চকলেট ফাজ কেক-উপকরণ- মাখন ১৩০ গ্রাম, ডার্ক চকলেট ১৩০ গ্রাম, ডিম ৩টি, চিনি ২৫০ গ্রাম, ময়দা ৫০ গ্রাম, কোকো পাউডার ৫০ গ্রাম, আখরোট ৩০ গ্রাম।প্রণালি-চুলার ওপর একটি পাতিলে জল দিন। গরম হয়ে এলে ওপরে গরম জলে তাপ নিতে পারবে এমন একটি বাটি বসান। এতে মাখন আর চকলেট একসঙ্গে দিন। জলের পাত্রের তাপে এই দুই উপকরণ গলে যাবে। ডিম ও চিনি বিট করুন ফেনা না হওয়া পর্যন্ত। এরপর গলে যাওয়া চকলেটের মিশ্রণটি ডিমের মিশ্রণে মেশান। ময়দা, আখরোট আর কোকো পাউডার দিন। আলতোভাবে মেশান। বেকিং প্যানে দিন। ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ৪০ মিনিট বেক করুন।

সাদা চকলেট নুগার -উপকরণ- চিনি ১৬ গ্রাম, জল(১২১ ডিগ্রিতে ফোটানো), সাদা চকলেট ১০০ গ্রাম, হুইপড ক্রিম ১২০ গ্রাম, জেলেটিন ৩ গ্রাম।প্রণালি- চিনি ও জল একসঙ্গে গলিয়ে নিন গ্যাসে বসানো পাতিলে। ডিম বিট করে রাখুন। চিনির মিশ্রণটি এবার চিনির মিশ্রণে ঢেলে দিন। ফোম না হওয়া পর্যন্ত বিট করতে থাকুন। এবার চকলেট গলিয়ে হুইপড ক্রিম দিয়ে দিন। জেলেটিন জলে গলিয়ে নিন। ডিমের মিশ্রণটি চকলেটের মিশ্রণে দিন। এরপর জেলেটিন দিন। সবশেষে নুগা দিন। কেক বানানোর পাত্রে ঢেলে সেট হতে দিন।

হাইলাকান্দিতে ১৭ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩১ ডিসেম্বর ঃ ২০২৩ সালের পয়লা জানুয়ারিকে ভিত্তি করে হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা আসনের ফটোযুক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ আগামী ১৭ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে দাবি ও আপত্তি-নিষ্পত্তি করার কাজ শেষ হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আগামী ১৪ জানুয়ারির আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সব কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে বলে নির্বাচনী আধিকারিকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। প্রাক্তন সেনা কর্মীদের ছেলেমেয়েদের হায়ার স্টাডি এবং জেনারেল স্টাডির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্কলারশিপের দরখাস্ত দাখিল করার সময় বাড়ানো হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলার সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃত্তির জন্য দরখাস্ত দাখিল করা যাবে। বিশদ বিবরণ হাইলাকান্দির জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিকের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে বলে জাননো হয়েছে।

প্রাক্তন পোপ ইমেরিটাস বেনেডিক্ট প্রয়াত

ভ্যাটিকান সিটি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ খ্রিস্টানদের প্রাক্তন ধর্মগুরু পোপ ইমেরিটাস বেনেডিক্ট প্রয়াত হয়েছেন। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে ষোড়শ পোপ বেনেডিক্টের বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। শনিবার ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে ষোড়শ পোপ বেনেডিক্টের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণে বেনেডিক্টের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য ৯৫ বছর বয়সী বেনেডিক্ট ২০১৩ সালে পদত্যাগ করেন। ৬০০ বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম পোপ যিনি পদত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি ভ্যাটিকান গ্রাউন্ডে একটি কনভেন্টে বসবাস করতেন।

কেউ এক ইঞ্চি জমিও নিতে পারবে নাঃ অমিত শাহ

বেঙ্গালুরু, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে চিন্তা করবেন না কারণ সেখানে প্রহরায় রয়েছেন আইটিবিপি জোয়ানরা, কেউ এক ইঞ্চি জমিও নিতে পারবে না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বেঙ্গালুরুর দেবনা হাল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এছাড়াও আইটিবিপি-র আবাসন ও প্রশাসনিক কার্যালয়ও উদ্বোধন করেন। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, আমি ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে চিন্তিত নই, কারণ আমি জানি আমাদের আইটিবিপি জওয়ানরা সেখানে পাহারা দিচ্ছেন এবং কেউ ভারতের এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারবে না। আইটিবিপি জওয়ানদের ডাকনাম দেওয়া হয়েছে ''হিমবীর'', আমি মনে করি যা পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণের চেয়েও বড়। সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসের প্রশংসা করে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পন্থকে বাঁচানো চালকখালাসিকে সম্মান জানাল পানিপথ ডিপো

চণ্ডীগড়, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ওই গাড়ি দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। যাদের সাহায্যে তারকা উইকেট কিপারের প্রাণ বাঁচে সেই হরিয়ানা পরিবহন সংস্থার দুই কর্মী বাসের চালক সুশীল কুমার ও কন্ডাক্টর পরমজিৎকে সম্মান জানাল পানিপথ ডিপো। উত্তরাখণ্ড সরকারও তাঁদের সম্মান জানাবে। শুক্রবার ভোরে রুরকির কাছে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। সেখানে প্রথমে পৌঁছান হরিয়ানা পরিবহন সংস্থায় কাজ করা দুই কর্মী বাসের চালক সুশীল কুমার ও কন্ডাক্টর পরমজিৎ । তারাই পন্থকে বাঁচান এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠান। এই প্রশংসনীয় কাজের জন্য এই দুই ব্যক্তি বড় পুরস্কার পেয়েছেন। সুশীল কুমার এবং পরমজিতকে পানিপথ ডিপো সম্মানিত করেছে। পানিপথ ডিপোর জেনারেল ম্যানেজার কুলদীপ ঝাংড়া তাদের দুজনকেই সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন, 'সুশীল ও পরমজিৎ একজন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ভাল কাজ করেছে। পরে তাঁরা জানতে পারেন, যাকে তাঁরা উদ্ধার করেছেন তিনি হলেন ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ। আমরা তাদের জন্য গর্বিত।' উত্তরাখণ্ড সরকারও ঘোষণা করেছে যে তারা উভয়কেই সম্মান করবে। সরকার বলেছে যে উভয়ই মানবতার জন্য প্রশংসনীয় কাজ করেছে। তাঁদের সম্মান জানান হবে। বাসের কন্ডাক্টর পরমজিৎ বলেন, 'আমরা তাঁকে (ঋষভ পন্থ) বের করার সঙ্গে সঙ্গে ৫-৭ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং সেটি পুড়ে যায়। পন্তের পিঠে অনেক আঘাত ছিল। এর পরে, আমরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কে, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ।' অর্থাৎ আর ৫-৭ সেকেন্ড দেরি হলেই অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল।

চলতি বছর কাশ্মীরে ৯৩টি সফল এনকাউন্টারে নিকেশ ১৭২ জন জঙ্গি ঃ এডিজিপি কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ চলতি বছর কাশ্মীরে ৯৩টি সফল

এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১৭২ জন জঙ্গি। নিহত ১৭২ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে ৪২ জন বিদেশি জঙ্গি। ২০২২ সালের অন্তিম দিনে এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার। তিনি শনিবার বলেছেন, ২০২২ সালে কাশ্মীরে মোট ৯৩টি সফল এনকাউন্টারে ৪২ জন বিদেশি সন্ত্রাসী-সহ ১৭২ জন সন্ত্রাসীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ১৭২ জন জঙ্গির মধ্যে ১০৮ জন এলইটিটিআরএফ জঙ্গি, জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের ৩৫ জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে, হিজবুল মুজাহিদিনের ২২ জন সন্ত্রাসী, আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের ৪ জন সন্ত্রাসী ও আনসার-উল-গাজওয়াতুল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের ৩ জন সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার আরও জানিয়েছেন, এই বছর সন্ত্রাসী সংগঠনে নতুন নিয়োগের ১০০টি খবর পাওয়া গিয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম। সর্বাধিক ৭৪ লস্কর-ই-তৈবাতে যোগদান করেছে। মোট নিযোগের মধ্যে এনকাউন্টারে ৬৫ জন সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে, ১৭ জন সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং ১৮ জন সন্ত্রাসী এখনও সক্রিয় রয়েছে। চলতি বছর কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৯ জন সাধারণ নাগরিক। তাঁদের মধ্যে ২১ ছিলেন কাশ্মীরের বাসিন্দা ও বাকি ৮ জন অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। শনিবার বর্ষশেষে এই কথা জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার। তিনি বলেছেন, ২০২২ সালে কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জন সাধারণ নাগরিকের, তাঁদের মধ্যে ২১ জন কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই ২১ জনের মধ্যে ৬ জন হিন্দু (৩ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত) ও ১৫ জন মুসলিম। বসিত দার এবং আদিল ওয়ানি ছাড়া এই সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে জড়িত সমস্ত সন্ত্রাসীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, এই দু'জনকেও শীঘ্রই নিরস্ত্র করা হবে। ২০২২ সালে সুরক্ষা বাহিনীর মৃত্যুতেও রক্তাক্ত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, ২০২২ সালে সন্ত্রাসী হামলা ও এনকাউন্টারের সময় সুরক্ষা বাহিনীর ২৬ জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৪ জন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের জওয়ান ছিলেন। সমস্ত সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ সন্ত্রাসীকে নিকেশ করা হয়েছে।

শ্রী ঋষভ সি. কোঠারি, এমসিসিআই সভাপতি, ৩০.১২.২০২২ তারিখে আইটিসি-র রয়েল বেঙ্গল, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এমসিসিআই-এর ১২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ভারত সরকারের বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথের মাননীয় মন্ত্রী, শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন।

চিনের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হু, বেজিংয়ের কাছে প্রকৃত তথ্য চাইল

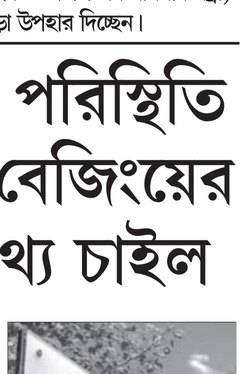

জেনেভা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ চিনের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সে দেশের কাছে এবার করোনা সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য চাইল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে সে দেশের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন হু-এর প্রতিনিধিরা। চিনকে তথ্য প্রকাশের অনুরোধ করা হয়েছে। চিনে কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে ইতিমধ্যে অনেক দেশই চিন থেকে আসা যাত্রীদের উপর নানা বিধিনিষেধ জারি করেছে। হু প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস জানান, চিনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক। কোভিড নিয়ে চিনের পরিস্থিতি যখন নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, তখন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে চিন থেকে আসা যাত্রীদের অবাধ যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একাধিক দেশ। তাই চিনের কাছে প্রকৃত তথ্য চাইল হু।

জাতীয় সড়কে অবৈধ পার্কিং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন পুলিশের

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ৩১ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনার হার কমাতে ও শান্তির বাজার শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার শান্তির বাজার থানার ওসি অনুপম দাসের নেতৃত্বে জাতীয় সড়কে অবৈধ পার্কিং-এর উপর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে পুলিশ। শান্তির বাজার শহরে জাতীয় সড়কে যে সকল গাড়ি ও বাইক অবৈধভাবে পার্কিং করে রাখা হয়েছিল সেগুলি আটক করার পাশাপাশি আর্থিক জরিমানা এবং কেইস নেওয়া হয়েছে। আজকের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার থানার ওসি অনুপম দাস, এ এস আই মরন বৈদ্য সহ আরক্ষা দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে শান্তির বাজার থানার ওসি অনুপম দাস জানান, আগামীদিনেও এধরনের পদক্ষেপ জারী থাকবে।

রাজ্যে বালির হোম ডেলিভারি করবে পঞ্জাব সরকার

অমৃতসর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বালিপাচার রুখতে ও বালির চোরাকারবার বন্ধ করতে আগেই কঠোর পদক্ষেপ করেছে আম আদমি পার্টি পরিচালিত পঞ্জাব সরকার । অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসতেই বালি খননের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে বিপাকে পড়েছে নির্মাণ সংস্থাগুলি । বহু জায়গাতেই নির্মাণকাজ স্থগিত করে দিতে হয়েছে । সমস্যা মোকাবিলায় সরকার যে অত্যন্ত তৎপর, ইতিমধ্যেই সেকথা জানিয়েছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হরজৌত সিং বৈন্স। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই পঞ্জাবে বালির 'হোম ডেলিভারি' শুরু করবে রাজ্য সরকার। সাধারণ নাগরিকরা অবশ্যই ন্যূনতম মূল্যে বালি কিনতে পারবেন।মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দিনে একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বালির হোম ডেলিভারি পরিষেবা শুরু করা হবে। এর জন্য একটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করছে রাজ্যের সরকার। সরকারের তরফে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা অ্যাপ তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন।

শীতকালীন ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৩১ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে আগরতলা ও ওখার মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য একমুখী স্পেশাল ট্রেন এবং ডিব্রুগড় ও তাম্বারামের মধ্যে দুই ট্রিপের জন্য অন্য আরেকটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ০৫৬৯৮নং (আগরতলা-ওখা) ট্রেনটি ০২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ০৭.০০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় ওখা পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে দুটি এসি-৩ টিয়ার, পনেরোটি স্লিপার ক্লাস ও দুটি লাগেজ কাম গার্ড ভ্যান কোচ থাকবে। ০৫৯২৪নং (ডিব্রুগড়-তাম্বারাম স্পেশাল) ট্রেনটি ০৫ ও ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১৯.২৫ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে যথাক্রমে ৮ ও ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ০৫.৪৫ ঘণ্টায় তাম্বারাম পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৯২৩নং (তাম্বারাম-ডিব্রুগড় স্পেশাল) ট্রেনটি ১২ ও ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১০.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে যথাক্রমে ১৪ ও ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ২০.৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেনটি সিমালুগুড়ি জং., ডিমাপুর, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, বর্ধমান, খড়গপুর জং., ভুবনেশ্বর, বিশাখাপট্টনম, বিজয়ওয়াড়া জং., চেন্নাই এগমোর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি হয়ে চলাচল করবে। এই স্পেশাল ট্রেনটিতে একটি এসি ২-টিয়ার, ছয়টি এসি ৩-টিয়ার, দশটি স্লিপার ক্লাস, দুটি জেনারেল কোচ ও দুটি লাগেজ কাম জেনারেটর ব্রেক ভ্যান সহ মোট ২১টি কোচ থাকবে। এই রুটের অন্য ট্রেনগুলির ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২১ জানুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে মাঘ উৎসব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হৈ হুল্লোড় কিম্বা অহেতুক আড়ম্বরের মাধ্যমে নয়, বাংলার নিজস্ব ঘরানার লোকসংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে আগামী বছরের ২১ জানুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে বর্ধমানের অন্যতম জনপ্রিয় মাঘ উৎসব- ২০২৩। প্রতি বছরের মত বর্ধমান শহরের টাউন হল ময়দানে আয়োজিত এই উৎসব এবছর নবম বর্ষে পদার্পন করতে চলেছে। ৯ দিন ব্যাপি এই উৎসব চলবে ২৯ জানুয়ারী পর্যন্ত। উৎসব কমিটির সভাপতি তথা বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, বাংলার লোকগান তথা বাংলার লোকসংস্কৃতিকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েই ২০১৫ সালে শুরু হয়েছিল মাঘ উৎসব। আধুনিক যুগে অহেতুক হৈ হুল্লোড় আর বাহ্যাড়ম্বরের ঢক্কানিনাদের যে ট্রাডিশন চলছে, সেই পথে না গিয়ে বাংলার ইতিহাস - ঐতিহ্য, সভ্যতা - সংস্কৃতিকে এই মেলার মাধ্যমে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে নিজেদের চেনা ও জানার জন্য। বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতির শিকড় রয়েছে এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে। তাই সূচনালগ্ন থেকেই মাঘ উৎসবের থিম ভাবনা রাখা হয়েছে 'শিকড়ের টানে মাটির গানে'। পরেশবাবু আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় চেষ্টা করেছেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য। তার এই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েই এই মাঘ উৎসবে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রথিতযশা শিল্পীদের এই মঞ্চে আমন্ত্রনের পাশাপাশি বর্ধমানের স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়। এবারে বিশিষ্ট শিল্পী ইমন চক্রবর্তী, অদিতি চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত লোকশিল্পী প্রয়াত কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের জনপ্রিয় লোক দল 'দোহার' এর সাথে কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গেছে। এছাড়া সারেগামাপার শিল্পীরাও আসবেন বলে জানিয়েছেন পরেশবাবু। উৎসব কমিটি সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য বছরের মত এবছরও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন। প্রদীপ প্রজ্বালন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ। প্রতিদিনই অতিথি শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয় শিল্পীরা উপস্থিত থাকবেন। এবারের বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় ১৫ - ১৬ লক্ষ টাকা। গত দুই বছর করোনা আবহে বাজেট স্বল্প রেখে মাঘ উসবের আয়োজন করা হলেও এবারে অনেকটাই বাজেট বাড়িয়ে উৎসবের আনন্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলার থাকাকালীন মাঘ উৎসব শুরু করেছিলেন পরেশবাবু। বর্তমানে তিনি এখন পৌরসভার চেয়ারম্যান। তাই চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথমবার মাঘ উৎসবের আয়োজনে আরও বেশী জৌলুশ থাকবে বলেই মনে করছে বর্ধমানবাসী।

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মালদার চাঁচলে বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩ ঃ এই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মালদার চাচলে বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা পর্বে রঙিন আলপনা দিয়ে চাঁচলের রাজপথ সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রঙিন বেলুন দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে চাঁচলের তরলতলা উৎসব প্রাঙ্গণ। বর্ষবরণ উৎসবের মঞ্চটি সুসজ্জিত করা হচ্ছে। মঞ্চ সজ্জার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। বর্ষবরণে উৎসবের রঙিন আবহে মেতে উঠেছে শহরবাসী। প্রশাসন ও চাঁচল কার্নিভাল কমিটির যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই বর্ষবরণ উৎসব। এদিন শনিবার সন্ধ্যায় চাঁচলের তরলতলায় বর্ষবরণের উৎসবের মঞ্চে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের উৎসবের সূচনা হবে বলে কমিটির সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীর সমন্বয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসব মঞ্চ থেকে মাঝরাতে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হবে। আতশবাজির রঙিন আলোর রোশনাইয়ের মধ্য দিয়ে ওই বিশেষ মূহূর্তটিকে স্বাগত জানান হবে । ওই বিশেষ মূহূর্তে উৎসব প্রাঙ্গণে কৃত্রিমভাবে তুষারপাত করা হবে। বর্ষবরণ উৎসবের প্রারম্ভিক পর্বে চাঁচলের রাজপথে রঙিন আলপনা আঁকার এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দলগতভাবে ২৩ টি দল ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় । ৩ ঘন্টার ওই প্রতিযোগিতা দেখতে এলাকার উৎসাহী মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ উৎসবস্থল পরিদর্শন করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী চিত্রশিল্পীদের উৎসাহ জোগাতে তিনি নিজেও তুলি হাতে নেমে পড়েন । তিনি বলেন, চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত রঙিন আলপনাগুলি দেখে আমি অভিভূত। মালদা জেলার একমাত্র চাঁচলে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিটির সূত্র থেকে জানা গেছে, বর্ষবরণ উৎসবের দিনের অনুষ্ঠান সূচির দ্বিতীয় পর্বে 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতাও রয়েছে।

মিড ডে মিলের রান্না করা খিচুড়িতে সাপ, ঘাটালে খাবার খেয়ে অসুস্থ ২ শিশু, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ মিড ডে মিলের জন্য রান্না করা খিচুড়িতে বিষাক্ত শাঁখামুটি সাপ। খাবার বিলির পর সাপের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। জেনে সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ ২ শিশু ও এক মহিলা। তারা ভরতি দাসপুরের সোনাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে। বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে তদন্তে নেমেছে জেলা প্রশাসন। শোরগোল ঘাটালের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ঘাটাল ২ নং ব্লক ভুঁইঞারা আইসিডিএস কেন্দ্র। সেখানে প্রতিদিন বাচ্চা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য খাবার রান্না হয়। শনিবারও মেন্যুতে ছিল খিচুড়ি। তা রান্না হওয়ার পর বিলিও হয়ে যায়। অনেকেই টিফিন বক্সে ভরে সেই খাবার বাড়িতে নিয়ে আসে। এক বাচ্চা সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে আচমকা সাইকেল থেকে পড়ে যায়। টিফিন বক্স খুলে খাবার পড়ে যায়। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসেন প্রায় দেড় ফুট লম্বা শাঁখামুটি সাপ! ততক্ষণে অনেকেই সেই খিচুড়ি খেয়ে ফেলেছেন। শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। গ্রাম বাংলায় এই সাপকে বেশ বিষাক্ত বলেই মনে করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আইসিডিএস কেন্দ্রে খবর পাঠানো হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সকলের বাড়ি বাড়ি যান। নিজে খিচুড়ি খেয়ে পরীক্ষা করেন কতটা বিষাক্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটে যান ঘাটাল ২ নং ব্লকের বিডিও অনির্বাণ সাহু, আইসিডিএসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অভিমন্যু মণ্ডল, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, মেদিনীপুর থেকে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসকও। তাঁরা সকলেই জানান, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আইসিডিএস কেন্দ্রের রাঁধুনি সুপ্রিয়া মাজি জানান, তিনি অন্যদিনের মতো রান্নাঘর, বাসনপত্র সব পরিষ্কার করে তবেই রান্না করেছিলেন। কীভাবে সাপটি খিচুড়িতে পড়ল, জানেন না। তাঁর অনুমান, সাপটি রান্নার সময়ে অজান্তে হাঁড়িতে পড়ে একসঙ্গে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ১০৮ নং আইসিডিএস কেন্দ্রটি কার্যত জঞ্জালের মধ্যে অবস্থিত। সেখানকার ঝোপঝাড় থেকেই সাপটি রান্নাঘরে ঢুকে খাবারের ভিতর পড়েছে। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বর্ষবরণের আগে চিন্তিত পাব মালিকরা, কলকাতার পর এবার শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ হল হুক্কা বার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার পর এবার শিলিগুড়িতেও নিষিদ্ধ করা হল হুক্কা বার। বর্ষবরণের আগে এমন নির্দেশিকা জারি হওয়ায় মাথায় হাত পাব মালিকদের। শিলিগুড়ি শহরে কয়েক বছর ধরে হুক্কা বারের উৎপত্তি হয়েছে। হুক্কা বারের আড়ালে মাদক বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির সেবক রোড, মাটিগাড়ায় থাকা পাবগুলিতে হুক্কা বার গড়ে উঠেছে। এমনকী বহু রেস্তোরাঁতেও হুক্কা বারের লাইসেন্স রয়েছে। এই হুক্কাবারে তরুণ প্রজন্মের ভিড় বাড়ছে। কয়েক বছর আগে অভিযোগ পেয়ে একটি হুক্কা বারে অভিযান চালিয়েছিল ভক্তিনগর থানা। হুক্কা বারের কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় হুক্কা পট ও হুক্কায় ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী। মেয়র গৌতম দেবও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এই অবস্থায় কলকাতা, বিধানগরের পথে হেঁটে এবার হুক্কা বার নিষিদ্ধ করা হল শিলিগুড়িতে । বর্ষবরণের আগে শহরে হুক্কা বার বন্ধে তৎপর প্রশাসন। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকার ২৫টি জায়গায় হুক্কা বার বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শহরের পাব, বার ও ক্লাবগুলিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি নির্দেশিকা অমান্য করে কোথাও হুক্কা ব্যবহার করা হয়, তাহলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্ষবরণের আগে এমন নির্দেশিকা জারি হওয়ায় মাথায় হাত পাব মালিকদের। এনিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন পাব মালিকদের একাংশ। তবে কারও কথায় আমল দেয়নি প্রশাসন।

দুর্গাপুরে এবিভিপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সম্মেলনের বৈঠক চলাকালীন বিএমএস কার্যালয়ের পর এবিভিপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুরে। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আক্রান্ত নিখিল রায় সঙ্ঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)র সক্রিয় কর্মী। দুর্গাপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের চন্ডিদাস এলাকায় বাড়ি। তিনি এবিভিপি'র দুর্গাপুর নগর সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। ঘটনায় জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় যখন এবিভিপির ওই কর্মী বাড়িতে ছিলেন না, তখনই বাড়িতে বোমা পড়ে বলে অভিযোগ। তিনি বলেন, সন্ধ্যা নাগাদ ভাই ফোন করে খবর দেয়। ২-৩ টি ছেলে বাড়িতে এসে বোমাবাজি করছে। বিকট আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ছুটে যাই। দেখি, গোটা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আসবাবপত্র, কাঁচের টুকরো। শনিবারও আতঙ্কে আক্রান্ত পরিবার । নিখিল রায় অভিযোগ বলেন, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা একাজ করছে। ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, দিন দশেক আগে দুর্গাপুরে এবিভিপির রাজ্য সম্মেলন হয় দুর্গাপুরে। তাতে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করে নিখিল। ওই সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক চলাকালীন দুর্গাপুরে বিএমএসের কার্যালয়ে বোমাবাজি হয়েছিল। তারপর এদিনের ঘটনায় রীতিমতো শিল্পশহরে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। অন্যদিকে বোমাবাজির ঘটনার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। সেখানে পড়ে থাকা বোমার সুতলির নমুনা সংগ্রহ করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বছর শেষে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবতী

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবতীর। বাইকের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। সহকর্মীর বাইকের পিছনে বসে বাড়ি ফিরছিলেন অপর্না দাস নামে ওই যুবতী। দ্রুত গতিতে থাকা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাইকে। রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন বাইকে থাকা দু'জনেই। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবতীর। একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন তমলুকের অপর্না দাস ও বিজয় সাহা। কর্মসূত্রে বাইকে করে মেচোগ্রাম গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইকটি। উল্টো দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে।

খেলতে খেলতে বাদাম ভেবে বিষাক্ত ফল খেল শিশুরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বিকেলে মাঠে খেলছিল শিশুরা। সেই খেলার সময়েই বাদাম ভেবে বিষাক্ত ফল খেয়ে ঘটল বিপত্তি। ওই বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ হল আট শিশু। অসুস্থ ওই শিশুদের বয়স ছয় বছর থেকে ১৪ বছর। ঘটনার জেরে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই দিন বিকেলে শিশুরা গ্রামের মাঠে খেলা করছিল। সেইসময় ওই এলাকার একটি গাছের ফল কুড়িয়ে তার বীজ বের করে বাদাম ভেবে খেয়ে ফেলে সেখানে উপস্থিত সকল শিশুরাই। এই ঘটনার পর বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বমি, পায়খানা, পেট ব্যাথা শুরু হয়। অসুস্থ শিশুদের প্রথমে রামসাগর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি ও পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় তাদের। অন্যদিকে আরও জানা গিয়েছে, ওই শিশুরা যে ফল খেয়েছিল সেই ফল খেয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই গ্রামেরই আরও এক মহিলা। তাঁকেও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ এদিন শনিবার কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ক্লাব ঘরে বিনামূল্যে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। এই অস্থায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, এই স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে রোগীদের শারীরিক পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে হায়াত সোসাইটির পক্ষ থেকে কিছু মানুষদের শীতের বস্ত্র ও গায়ে দেবার জন্যে কম্বল বিতরন করা হয়। সাধারণ মানুষ কম্বল ও এই চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছেন।

ডেপুটেশন দিতে গিয়ে আটক কর্মীদের তোলা হল জেলা আদালতে

দুরন্ত বার্তা, নন্দকুমার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ গতকাল আবাস প্লাস যোজনা নিয়ে নন্দকুমার এরিয়া কমিটি ও সাওড়াবেড়িয়া জালপাই এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে নন্দকুমার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দিতে এসে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি । সিপিএম কর্মীদের এই ঘটনায় নন্দকুমার থানার পুলিশ ১৮ জনকে আটক করেছিল তার মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ডে ৮ জনকে গতকাল রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, বাকি ১০ জনকে আজ ৩১ ডিসেম্বর শনিবার সকালে নন্দকুমার থানা থেকে ১০ জনকে তমলুক জেলা আদালতে তোলা হয়। তাদের সরকারী জিনিস তছরুপ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দিয়েছেন নন্দকুমার থানার পুলিশ। বেশ কয়েকজন জন পুলিশ কর্মী আহত হয় তাদের মধ্যে ২ জন এখনো চিকিৎসাধীন। ১ জনকে চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ নেত্র নিরাময় নিকেতন - এ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

পোস্ত চাষের উপর বিশেষ জোর মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শীত নামতেই পোস্ত চাষের উপর বিশেষ জোর মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনের। পোস্ত চাষ মুক্ত নিয়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করল মালদার মানিকচক থানার পুলিশ। অবৈধ পোস্ত চাষ কোনোভাবেই মানিক চোখ জুড়ে না হয় তার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ সভা করলো মানিকচক থানার পুলিশ। পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, সরকারি কর্মীদের নিয়ে সচেতনতা সভা শনিবার হয়ে গেল মানিকচক থানা প্রাঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন মানিকচক থানার আইসি পার্থ সারথী হালদার, এসআই কাজল কুমার দাস, এসআই শীতল প্রসাদ ঝা সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে অবৈধ পোস্ত চাষ নিয়ে এদিনের আলোচনা করা হয়। কোনভাবেই মানিকচকের কোন প্রান্তে এই অবৈধ পোস্ত চাষ যাতে না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফের সমস্ত রকম বার্তা তুলে ধরা হয়।

জয়দেব মেলার প্রস্তুতি

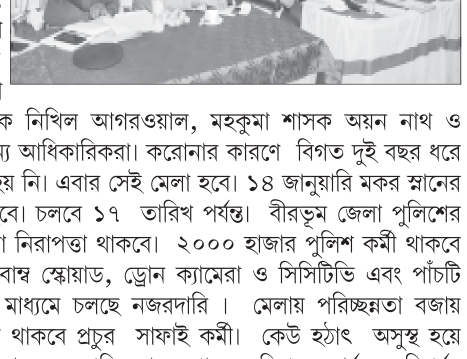

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ৩১ ডিসেম্বর ঃ জয়দেব মেলার প্রস্তুতি বৈঠক হল বোলপুরে। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরজিত কুমার দে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিখিল আগরওয়াল, মহকুমা শাসক অয়ন নাথ ও বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। করোনার কারণে বিগত দুই বছর ধরে জয়দেবের মেলা হয় নি। এবার সেই মেলা হবে। ১৪ জানুয়ারি মকর স্নানের পর মেলা শুরু হবে। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে এবার কড়া নিরাপত্তা থাকবে। ২০০০ হাজার পুলিশ কর্মী থাকবে মেলায়। থাকবে বোম্ব স্কোয়াড, ড্রোন ক্যামেরা ও সিসিটিভি এবং পাঁচটি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে চলছে নজরদারি । মেলায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মোতায়েন থাকবে প্রচুর সাফাই কর্মী। কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে থাকবে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও। থাকবে স্পিড বোর্ড ও বিপর্যয় মোকাবেলা টিম। নদীতে যাতে স্নান করতে নেমে কোনও বিপত্তি না ঘটে তার জন্য সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মোতায়েন করা হবে।

করণদিঘিতে বাইক ও ভুটভুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, করণদিঘি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ করণদিঘি থানার রসাখোয়া দোমোহনা বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়কের ফাসিহারা এলাকায় বাইক ও ভুটভুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক যুবকের। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত যুবকের নাম সাদিকুল আলম (১৮)। বাড়ি করণদিঘি ব্লকের কোচরা গ্রামে। জখম হয়েছেন শাহানাজ খাতুন ও মাসিকুল আলম। জানা গিয়েছে, কোচরা গ্রাম থেকে বোন ও ভগ্নিপতিকে নিয়ে বাইকে করে সামসীতে যাচ্ছিলেন সাদিকুল। ফাসিহারাতে ভুটভুটির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাদিকুলের। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসক শাহানাজ ও মাসিকুলকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। করণদিঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পলাতক ভুটভুটির চালক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে করণদিঘি থানার পুলিশ।

সেনা আধিকারিকের পরিচয়ে প্রতারণা, ধৃত নেপালের নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং আর্থিক প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেফতার মন বাহাদুর গুরুং নামে এক ব্যক্তি। সেনা ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করে । শনিবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মন বাহাদুর গুরুং নেপালের বরদিয়া জেলার তারাতলের বাসিন্দা । অভিযোগ, ওই ব্যক্তি নিজেকে ভারতীয় সেনার সিনগন্যালিং শাখার কর্নেল হিসাবে পরিচয় দিতেন। তাঁর কাছে থেক প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো নিয়োগপত্র, নকল ভারতীয় পরিচয়পত্র-সহ অন্যান্য নথি উদ্ধার করা হয়েছে । শনিবার ধৃতকে দার্জিলিং জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালতে জামিনের আবেদন করেন মন। কিন্তু, বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে সাতদিনের জন্য মন বাহাদুর গুরুংকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশ হেফাজতে ধৃতকে জেরা করা হবে। মন বাহাদুর গুরুং একাই এই প্রতারণার কারবার চালাচ্ছিলেন, নাকি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখবেন গোয়েন্দারা।

লক্ষ্য ২৪, বঙ্গে ১৪ জনসভায় থাকবেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ হাতে সময় আর খুব বেশি নেই। দেখতে দেখতে ২০২৩ এসে গেল। বছর ঘুরলেই দিল্লিতে কুর্সির লড়াই। তাই আরও কোনও সময় নষ্ট করতে চাইছে না গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, আবারও ঘন ঘন বাংলার মাটিতে দেখা যাবে মোদী-শাহদের। কার ভাগে কটি কেন্দ্রের জনসভা, সেই হিসেবও নাকি কষা হয়ে গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী ৭ জানুয়ারি রাজ্যে জনসভা করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বাংলা জুড়ে মোট ১৪ টি সভা করার কথা রয়েছে তাঁর।

ভারতমাতার রক্ষার দায়িত্বে নারীশক্তি

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নারীদের ক্ষমতায়ন! কেন্দ্রে মোদী সরকার আসার পর থেকেই দেশের মহিলাদের উন্নয়নে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এবার এই নারী ক্ষমতায়নের নজির দেখা যাবে উপত্যকায়। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে এবার থেকে বন্দুক হাতে দেখা যাবে মহিলা আধা সামরিক সিআরপিএফ জওয়ানদের। নতুন বছরের মার্চ মাস থেকেই এই ছবি দেখা যাবে উপত্যকায়। আর উপত্যকায় জঙ্গিদের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই প্রথমবারের জন্য কোনও নিরপাত্তা সংস্থার তরফে মহিলাদের যোগদান করানো হচ্ছে।

সচেতনতার প্রচারে হেলমিটবিহীন বাইক চালকদের হেলমেট প্রদান দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারের দিনহাটা থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শহরের হেলমিটবিহীন বাইক চালকদের হেলমেট প্রদান করা হয়। শনিবার উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সূরজ থাপা, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহাচৌধুরী, ট্রাফিক ওসি শক্তিপদ রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন পুলিশের কাছ থেকে হেলমেট পেয়ে বেজায় খুশি দিনহাটা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সফিকুল মিয়াঁ। তিনি জানান, পুলিশ হেলমেট দেওয়ায় বেশ ভালো লাগছে। দিনহাটা থানার ট্রাফিক ওসি শক্তিপদ রায় জানান, জনমানসে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। এদিন মোট ৫০ জনকে হেলমেট প্রদান করা হয়েছে।

তৃণমূল নেতার স্মরণসভা জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে আজকের দিনেই হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা যান পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বেরুগ্রাম অঞ্চলের এক বলিষ্ঠ নেতা শেখ মোমিন। তার মৃত্যু দিনে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে। তার এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ ব্লকের সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি, প্রধান, উপ প্রধান, সহ বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্বরা। তার ছবিতে মাল্য দান করে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, মোমিন দা বেরুগ্রাম তথা জামালপুর নিয়ে যে কাজ বা উন্নতি করতে চেয়েছিলেন সেই অপূর্ন কাজ তাদেরই শেষ করতে হবে। মেহেমুদ খান বলেন, মোমিনের মৃত্যুতে তিনি গভীর ভাবে শোকাহত। সেই সময়ে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রামের অন্যতম মুখ ছিলেন মোমিন। তাই তার মৃত্যু এক বিশাল ক্ষতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, মোমিনের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। তার অভাব সবসময় অনুভব করছেন তারা। তবে শেখ মোমিন তার কাজের মধ্যে দিয়ে সারাজীবন এলাকার মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকা জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ানো এলাকা জুড়ে। মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত করিয়া সুলতানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা ঘটনায় মানিকচক থানার পুলিশের দারস্থ হয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিও তুলেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই করিয়া সুলতানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। শনিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রোজকার মতো বিদ্যালয়ে আসেন। তারপরই মিড ডে মিল ঘরের দরজা খুলতে দেখেন জল তোলার মূল্যবান পাম্প মেশিন চোরেরা রাতেই অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টাও করা হয়েছে। আর এই চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। তড়িঘড়ি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানিকচক থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিদ্যালয়ের তরফে জানা গেছে, একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে বিদ্যালয়ে জুড়ে। কখনো ব্যাটারি তো কখনো টিউবওয়েল এবারে পাম্প মেশিন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে চোরেরা। বিদ্যালয় জুড়ে যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হোক সেই দাবি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের।

আলিপুরদুয়ারে শুরু হল সবলা মেলা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে শুরু হল সবলা মেলা। চলবে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত।এদিন এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক সহ আধিকারিকরা। এখানে ৪৬ স্টল হয়েছে। মহিলারা নিজেদের উৎপাদিত পন্য স্টল গুলিতে এনেছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন তাদের দফতর তাদের পাশে রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনা বলেন এই সবলা মেলাতে জেলার নিজস্ব কিছু প্রডাক্ট রয়েছে। প্রচুর ছোট ছোট গোষ্ঠী এই মেলায় অংশ নিয়েছেন।

ফাঁসিদেওয়ায় চিতা বাঘের আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আনারস বাগানে পাঁচটি শাবক দেখতে পেয়েছেন স্থানীয়রা। এই শাবকগুলি দেখতে হুবহু চিতাবাঘের মতোই। তাকে ঘিরেই শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকে আবারও চিতা বাঘের আতঙ্ক। শনিবার সকালে ঘটনার পরেই এই ব্লকের চটহাট অঞ্চলের জোরপাকড়ি ও হরদিগছ গ্রামের এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে আনারস বাগানে শ্রমিকরা কাজ করতে যান। তখনই তাঁরা শাবকগুলিকে দেখতে পান। আতঙ্কে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চা বাগান ছেড়ে পালান। দ্রুত সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। যদিও স্থানীয়দের দাবি, এই গ্রামে আগে কোনওদিন চিতা বাঘ দেখা যায়নি। তবে এলাকার আনারস বাগানগুলিতে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। যদি সত্যি করে চিতা বাঘ হয় তাহলে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকতে পারে। সেই আতঙ্কে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা বনদফতরের ঘোষপুকুর রেঞ্জ খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। এরপরে শাবকগুকি দেখতে সেখানে স্থানীয়দের ভিড় জমে। যদিও শাবকগুলি চিতা বাঘেরই কিনা সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন বনকর্মীরা। ঘোষপুকুরের রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া জানান, শাবকগুলি খুবই ছোট। তাই এখনই বোঝা যাচ্ছে না এগুলি চিতাবাঘের শাবক কিনা। বন বিড়াল কিংবা সাধারণ বিড়ালের শাবকও হতে পারে। বনকর্মীরা নজরে রেখেছেন। শাবকগুলির মা যতক্ষণ না তাদের কাছে আসছে ততক্ষণ বোঝা যাবে না। মা আসলেই বোঝা যাবে শাবকগুলি কোন প্রাণীর।' শাবকগুলিকে কেউ যাতে বিরক্ত করতে না পারে তার জন্য বনকর্মীরা এসে শাবকগুলিকে ঘিরে রাখেন। এই ঘটনায় মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকরা জানান, আশেপাশে বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামের মানুষই এই খবর শুনে আতঙ্কে রয়েছে। তারা চান যত দ্রুত সম্ভব বনদফতর ও প্রশাসন এই শাবকগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাক।

পন্থের চোট সারতে অন্তত ছ'মাস সময় লাগবে, জানালেন চিকিৎসক

দেহরাদূন, ৩১ ডিসেম্বরঃ দেহরাদূনের হাসপাতালে ভর্তি থাকার ঋষভ পন্থের অবস্থা এখন অনেকটাই ভাল। কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনার পর তাঁর যে চোট লেগেছে, তা সারতে অনেকটাই সময় লাগতে পারে। এমনটাই জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। এমনকি, আইপিএলও তাঁর কাছে অনিশ্চিত। পন্থকে যে চিকিৎসক দল দেখছেন, সেই দলের এক সদস্য বলেছেন, ''পন্থকে দেখছেন অস্থিশল্য বিভাগের ডাক্তার গৌরব গুপ্তা। প্রতিনিয়ত পন্থের শারীরিক অবস্থা কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পন্থ স্থিতিশীল রয়েছে। জীবনহানি জাতীয় কোনও ধরনের চোটে আপাতত ভুগছেন না। হাসপাতালে পন্থের সঙ্গে মা-ও রয়েছে।'' ক্রিকেটে ফিরতে কত দিন সময় লাগতে পারে পন্থের? হৃষিকেশ এইমস-এর ক্রীড়াচোট বিভাগের ডাক্তার কামার আজম বলেছেন, ''লিগামেন্টে যে ধরনের চোট রয়েছে, সেটা সারতে পন্থের

অন্তত তিন থেকে ছ'মাস সময় লাগবে। যদি চোটের অভিঘাত গুরুতর হয়, তা হলে আরও বেশি সময় লাগবে। পূর্ণাঙ্গ চোটের রিপোর্ট পেলে তবেই সঠিক সময় বলা যাবে।'' তবে এটা বলতে চাননি যে, চোট সারার পরেও পন্থ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরতে পারবেন কিনা। শনিবার ভারতীয় ক্রিকেটের এই উদীয়মান তারকার সঙ্গে দেখা করতে দেহরাদূন যান অনিল কপূর ও অনুপম খের। তাঁরা জানালেন ঋষভের বর্তমান অবস্থা। আগের তুলনায় ঋষভের পরিস্থিতি স্থিতিশীল। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা বলেন, ''আমরা দেখা করলাম ওর সঙ্গে, খুব হাসিয়েছি ওকে, এখন অবস্থা স্থিতিশীল। ওর পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেছি আমরা। ও যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে, প্রার্থনা করুন।'' একেবারে ঋষভের অনুরাগী হয়ে হাসপাতালে যান তাঁরা। অনুপমের কথায়, ''আমি ও অনিল অনুরাগী হয়েই যাই সেখানে। হাসাপাতালের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, মুখে মাস্ক থাকায় অনেকেই চিনতে পারেননি। শেষমেশ এক চিকিৎসক আমাদের চিনতে পেরে ভিতরে নিয়ে যান।'' পন্থের শরীরের কোনও অংশই পুড়ে যায়নি। শরীরের কোনও হাড় ভাঙেনি তাঁর। পন্থের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরাও। পন্থের চিকিৎসার জন্য গঠন করা হয়েছে চিকিৎসকদের একটি দল। প্রয়োজনে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হতে পারে এই তরুণ ক্রিকেটারকে।

রেকর্ড অর্থে মরুদেশেই পা বাড়ালেন রোনাল্ডো

দোহা, ৩১ ডিসেম্বরঃ বিতর্ক, লাইমলাইট যার পিছু ছাড়ে না তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিতর্ককে সঙ্গে নিয়েই বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিলেন। কাতারকে বিদায়ও জানিয়েছিলেন বিতর্কের সঙ্গেই। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর কাছে হেরে চোখের জলে বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হয়েছিল সিআর সেভেনের। তবে তিনি আবার মরুদেশেই ফিরছেন। এ বার হাসিমুখে। সৌদির ক্লাব আল নাসেরের হাত ধরে ক্লাব ফুটবলে ফিরছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের মাঝেই ক্লাব ফুটবল নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সিআর সেভেন। পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেওয়া বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে পুরনো ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। ক্লাবের তরফ থেকেও পাল্টা জবাব এসেছিল। দু'পক্ষের তরজায় এক প্রকার সরগরম ছিল ফুটবল মহল। অবশেষে ম্যান ইউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় রোনাল্ডোর। এরপরই রোনাল্ডোর ক্লাব জীবন নিয়ে একাধিক গুজব শোনা যেতে থাকে। তবে বারবারই

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন তিনি। সৌদির ক্লাব আল নাসেরে যে, যাচ্ছেন তিনি এই নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। শুরুতে ধোঁয়াশা রাখলেও, এখন সব জল্পনার অবসান। বছর শেষে এল নতুন খবর। সবাইকে চমকে দিয়ে সৌদির ক্লাব আল নাসেরের দিকেই পা বাড়ালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বুধবার আল নাসেরের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তারা মাদ্রিদে পৌঁছেছিলেন রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি করতে। শুক্রবার চুক্তি পাকাপাকি হয়। আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত ২০০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডো। আগমী আড়াই বছর আল নাসেরের জার্সিতে খেলবেন তিনি। পরবর্তী বছর গুলিতে সৌদির মুখ হতে চলেছেন তিনি। আল নাসেরের তরফে টুইট করে চুক্তির বিষয়টি জানানো হয়েছে। রোনাল্ডো এখন ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ফুটবলার। পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি আর অর্থ চান না বরং আরও নাম, যশ, খ্যাতি চান তিনি। তবে সে সব মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে অর্থই কি তাঁকে মরুর দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করল? ফুটবল মহলে এই প্রশ্নও জোরাল হয়েছে। তবে এটাই রোনাল্ডো প্রেমীদের কাছে স্বস্তির যে, বছর শেষে তাঁদের প্রিয় তারকা এক নতুন ক্লাব পেল।

সাকিব লিটনকে দলে নিয়ে হাত কামড়াচ্ছে কেকেআর!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের খেলা থাকলে কাউকে ছাড়া হবে না। সেটা জেনেই আইপিএল দলেরা ক্রিকেটার নিয়েছে। ২০২৩ সালে আইপিএল মিনি নিলামে মাত্র ২ জন বাংলাদেশি প্লেয়ার দল পেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন লিটন দাস আর অপরজন সাকিব আল হাসান। দুজনকেই কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে নিয়েছে। লিটন এবার প্রথম আইপিএল খেলবেন আর সাকিব দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন। ফলে এটা সাকিবের কামব্যাক বলা যায়। কম দামে বাংলাদেশের এই দুই প্লেয়ারকে পেয়েছে কেকেআর। কিন্তু তাদেরকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মোটেই ঠিক হয়নি বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। এই দুই তারকাকে নিয়ে হা-হুতাশ করছে নাইট শিবির তা বলাই যায়। এবার কেকেআর দল গঠন করেছে মাত্র ২২ জন প্লেয়ার নিয়ে।

যেখানে বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ২৫ জনের দল তৈরি করেছে। লিটন দাসকে ৫০ লাখ ও সাকিব আল হাসানকে দেড় কোটি টাকা দিয়ে দলে নিয়েছে কেকেআর। দুজনকেই তাদের ন্যূনতম দামে দলে নিয়েছে কেকেআর। প্রায় বিনা লড়াইয়ে এই দুজনকে পেয়ে গেছে নাইটরা। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি এই দুই প্লেয়ারকে নিতে বিড করেনি। লিটন দাসকে দলে নেওয়ায় দলের ওপেনিংয়ে সমস্যা মিটল বলে মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সাকিব আল হাসানকে দলে নেওয়ায় ফিনিশিংয়ে আন্দ্রে রাসেলের পাশে খেলার জন্য লোক মিলল। নিলামের পর একটি সাক্ষাৎকার দেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ ওয়াসিম জাফর। তিনি কেকেআরের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। লম্বা দৌড়ের জন্য নাইটদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় বৈভব অরোরা ভাল পছন্দ। লিটন দাস ভাল সিদ্ধান্ত কিন্তু ও পুরো আইপিএল খেলতে পারবে না। সাকিব আল হাসানও অধিকাংশ মরশুম খেলতে পারবে না, কারণ ওরা জাতীয় দলের হয়ে খেলবে কিন্তু সব মিলিয়ে ওদের সই করানো একটা ভাল সিদ্ধান্ত।'' তবে নাইট রাইডার্স এই দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে নেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই হিসাব কষেছে এমনটা মনে হচ্ছে।

ভারতে খেলে যাওয়া উরুগুয়ের ফুটবলারকে সই করাল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ জনি কাউকোর পরিবর্ত খুঁজে ফেলল এটিকে মোহনবাগান। চোটের কারণে আইএসএলের বাকি ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ফিনল্যান্ডের হয়ে ইউরো খেলা মিডিও। কাউকোর অভাব দেখা গিয়েছিল মোহনবাগানের খেলায়। অনেক দিন ধরেই কাউকোর পরিবর্ত খুঁজছিল সবুজ-মেরুন। ট্রান্সফার উইন্ডো ওপেন হওয়ার মুখেই নতুন বিদেশি ফুটবলারকে সই করাল মোহনবাগান। উরুগুয়ের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফেডরিকো গ্যালেগোকে সই করাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আপাতত ৬ মাসের জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছে মোহনবাগান। সুয়ারেজের দেশের এই ফুটবলার এর আগেও আইএসএলে খেলে গিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলে অত্যন্ত পরিচিত মুখ গ্যালেগো। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির হয়ে এর আগে আইএসএলে খেলেছেন ফেডরিকো গ্যালেগো। ২০১৮ সালে বস্টন রিভার থেকে নর্থ ইস্টে লোনে এসেছিলেন। পরের বছরই তাঁকে পাকাপাকি ভাবে সই করায় নর্থ ইস্ট। হাঁটুর চোটের কারণে গত মরসুমে মাঝপথেই ছিটকে যান। উরুগুয়ের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব সুদ আমেরিকায় সম্প্রতি খেলেছেন গ্যালেগো। আইএসএলে তাঁর ঝুলিতে আছে ৯টি গোল। মোট ৪৭টা ম্যাচ নর্থ ইস্টের জার্সিতে খেলেছেন উরুগুয়ের অ্যাটাকিং মিডিও। মরসুমের মাঝপথে ৩২ বছরের এই অভিজ্ঞ ফুটবলারকে কাজে লাগাতে চান ফেরান্দো। এ দিকে মিজোরামের তরুণ ফুটবলার লালথাতুঙ্গা খাওরিংকে সাড়ে ৩ বছরের জন্য সই করাল মোহনবাগান। মিজোরামের প্রতিশ্রুতিমান মিডিও পুইতিয়া নামে পরিচিত ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে। গত দেড় বছর কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলেছেন তিনি। একই সঙ্গে পরের বছরের ভাবনাও শুরু করে দিল এটিকে মোহনবাগান। আইএসএলের ডেভলেপমেন্ট লিগ, আইএফএ শিল্ড সহ ভারতীয় ফুটবলের একাধিক টুর্নামেন্টের জন্য শক্তিশালী দল তৈরি করল এটিকে মোহনবাগান। ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ এএফসি কাপে খেলা ৬ ফুটবলারকে সই করাল। তাঁরা হলেন সৈয়দ

জাহিদ (গোলকিপার), প্রীতম মিতাই (রাইট ব্যাক), অমনদীপ সিং (লেফট ব্যাক), শিবাজিত সিং (মিডফিল্ডার), টাইসন সিং (উইঙ্গার), সুহাল ভাট (ফরোয়ার্ড)। আপাতত মোহনবাগান অনুশীলনে ছুটি। মাঝে দীর্ঘ দিনের বিশ্রাম। পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন ফুটবলাররা। ৫ জানুয়ারি ফের শুরু এটিকে মোহনবাগানের অনুশীলন। ১৪ তারিখ মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ ফেরান্দোর দলের।

আর্জেন্টিনায় বিশাল পার্টি দিলেন মেসি

বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশনে রোজারিওতে বসল চাঁদের হাট

রোজারিও, ৩১ ডিসেম্বরঃ ৩৬ বছর পর ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। বহু প্রতীক্ষার পর আর্জেন্টিনার নয়নের মনি ও ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় লিওনেল মেসির হাতে উঠেছে কাপ। এবার দলের সতীর্থ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য পার্টি দিয়ে বিশ্বকাপ জয় উদযাপন করলেন লিওনেল মেসি। কাতার

বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে গত ২০ তারিখ আর্জেন্টিনা দল তাদের দেশে ফেরে। দেশের রাজধানী বুয়েন্স এয়ার্নসে তারা বিশ্বকাপ জয় উদযাপন করে। ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে পরপর দুবার সেরা খেলোয়াড়ের তকমা পাওয়া মেসি তার স্ত্রী আন্তনেলা রোককুজজো ও তার তিন সন্তানের সঙ্গে বড়দিন উদযাপন করেন। বিশ্বকাপের জন্য বিরতির পর ক্লাব ফুটবলের মরসুম শুরু হয়ে যাচ্ছে। আগামী সোমবারই প্যারিসে ফিরছেন মেসি। পিএসজি দলের তার সতীর্থদের সঙ্গে মঙ্গলবারই তার অনুশীলনে নামার কথা। কিন্তু ফ্রান্সে ফেরার আগে বিশ্বকাপ জয়টা ভালোভাবে উদযাপন করতে চেয়েছিলেন মেসি। তাই বৃহস্পতিবার রাতে রোজারিওতে বছর শেষের বিরাট বড় পার্টির আয়োজন করেন তিনি। সান্তে ফেতে সিটি সেন্টার রোজারিওতে এই পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির নাম দেওয়া হয় 'দ্য ফেস্টিভেল অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স'। ঞ্জেল ডি মারিয়া, লিয়ান্দ্র পারাদেস সহ কাতার বিশ্বকাপে খেলা জাতীয় দলে তার সতীর্থরা পার্টিতে যোগ দেয়। ধূসর রঙের অডি কিউ এইট গাড়ি করে মেসির পার্টিতে পৌঁছনোর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর্জেন্টাইন তারকাকে সাদা রঙের টি-শার্ট পরে পার্টিতে আসতে দেখা গেছে। তার অনুরাগী ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের তার গাড়ির সামনে জড়ো হতে দেখা গেছে ঐ ভিডিওতে। মেসির স্ত্রী রোককুজজো রুপোলি রঙের একটি পোশাক পরেছিলেন, তার তিন ছেলে থিয়াগো, মাতেও ও সিরো ও তাদের ভাইপোদের একই গাড়িতে দেখা গেছে। লিওনেল মেসির মা সেলিয়া কুককিটিনি ও তার ভাইয়েরা রদ্রিগো ও মারিয়া সোলও ঐ পার্টিতে যোগ দেন। আর্জেন্টিনা দলে তার প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাক্সিমিলানো রড্রিগেজকেও ঐ পার্টিতে দেখা যায়। ঐ পার্টিতে আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় মিউজিক ব্যান্ড লা মসকা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। কাতার বিশ্বকাপ চলাকালীন মুকাচোস নামে যে গানটি আর্জেন্টিনায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল লা মসকা ব্যান্ড ঐ গানের সুর দিয়েছিল। দেশের নায়কের উদ্যোগে এত বড় পার্টির জন্য সিটি সেন্টার রোজারিওর আশেপাশে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাইরের কেউ যাতে পার্টিতে না ঢুকে পরে এরজন্য পুলিশের তরফে ব্যারিকেডও করে দেওয়া হয়। আর্জেন্টিনার দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ডি মারিয়া এবং লিওনার্ডো পারেদেসও দারুন পার্টি উদযাপন করেন মেসি পরিবারের সঙ্গে। এবার প্যারিসে ফিরে যাওয়ার পালা লিওর।

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী ফুটবলার বলছেন

মেসির হাতেই উঠবে এবার ব্যালন ডি'অর!

জাগ্রেব, ৩১ ডিসেম্বরঃ সবুজ মাঠে তিনি যেমন বল নিয়ে ছুটতে পারেন, তেমনই রূপের আগুনে ঝড় তুলতে পারেন পুরুষ হৃদয়। ক্রোয়েশিয়ার এই মহিলা ফুটবলার নেট দুনিয়ায় অনেকদিন আগে থেকেই বিখ্যাত। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী ফুটবলার হিসেবে তাঁর একটা পরিচিতি আছে। বিশ্বকাপের সময় 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী' সেই ফুটবলার লিওনেল মেসিকে নয়, এগিয়ে আছেন ব্যালন ডি'অরের জন্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই তিনি মেসি ও পুতেয়াসের নাম বলেছেন। এর আগে একটি ব্রিটিশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানে মারকোভিচকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টিতে সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর নাম। মেসিকে এই জায়গায় তিনি রোনাল্ডোর পেছনেই রেখেছিলেন।

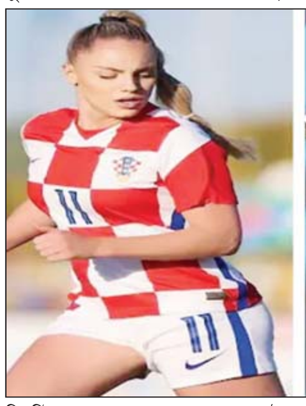

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকেই 'সর্বকালের সেরা' হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রোনাল্ডোর প্রতি তাঁর পক্ষপাতের পেছনে যুক্তি ছিল পর্তুগিজ তারকার অধ্যবসায়। তবে বিশ্বকাপ শেষে মারকোভিচ আগামী ব্যালন ডি'অরের জন্য রোনাল্ডো নয়, বেছে নিয়েছেন মেসিকে। নারী ফুটবলে তিনি বেছেছেন আলেক্সিয়া পুতেয়াসকে। ব্যালন ডি'অরের জন্য নিজের প্রিয় ফুটবলারকে বেছে নেওয়ার পেছনে মারকোভিচের যুক্তি আছে। সেটি অবশ্যই বিশ্বকাপ জয়। দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার পর যেকোনো বিচারেই মেসি এখন রোনাল্ডোকে কেন তিনি সর্বকালের সেরা বলেছিলেন? তাঁর যুক্তি ছিল, মেসি দারুণ ফুটবলার। অন্যতম সেরা। কিন্তু আমার পক্ষপাত রোনাল্ডোর দিকে। এর কারণ আছে, সেটা তাঁর শৃঙ্খলাবোধ। তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে খেলেন, সর্বস্ব দিয়ে প্রস্তুতি নেন। বিশ্বকাপ জেতার পর মেসিকে ব্যালন ডি'অরের যোগ্য মনে হলেও রোনাল্ডোর প্রতি তাঁর পক্ষপাত কমছে না, মেসি ব্যালন ডি'অর হয়তো জিতবে। কিন্তু আমার প্রিয় রোনাল্ডোর প্রতি পক্ষপাত ও সমর্থন কখনোই কমবে না।

গোল না করেই বছর শেষে জয় উপহার পেল লিভারপুল

লিভারপুল, ৩১ ডিসেম্বরঃ বাইশের শেষে ইপিএলের ম্যাচে কোনও গোল না করেই অ্যানফিল্ড থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মহম্মদ সালাহরা। ম্যাচের ৪ মিনিটের মাথায় ডাকার পাস থেকে গোল করে লেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেন কির্নান ডিউজবুরি-হাল। ৩৮ মিনিটের মাথায় লিভারপুলকে আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরান ভাউট ফায়েস। ফায়েসের ভুলে সমতায় ফেরে লিভারপুল। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মুখে, ৪৫ মিনিটের মাথায় ফের ভাউটের আত্মঘাতী গোল। এ বার ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের কোনও ফুটবলার আর গোল করতে পারেননি। যে কারণে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়েন সালাহরা।

'পেলে', নামটা ছিল একদম অপছন্দের!

এডসন ছেড়ে অপভ্রংশ নামেই কেন বিখ্যাত ফুটবল সম্রাট?

সাও পাওলো, ৩১ ডিসেম্বরঃ বাঙালির কাছে বিশ্ব ফুটবলের প্রথম মহানায়ক তিনি। তারপর মারাদোনা। কিংবদন্তি পেলের সেই ব্রাজিলিয়ানের মৃত্যুতে অনেক বাঙালির প্রায় অশৌচ দশা। চলছে স্মৃতিচারণের পালা। উঠে আসছে ফুটবলের সম্রাটের অজানা বহু কথা। যেমন জানা গিয়েছে যে, নামটি মোটেও পছন্দ ছিল না স্বয়ং পেলেরই! 'এই পেলে...' আগেও দু-একবার ডাকটা শুনেছিল সে। রেগে গিয়েছিল। তবে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু আওয়াজ লাগাতার চলছিল বলে মেজাজ গরম হয়েই ছিল। এবার যদিও ছেলেটি রাগ সামলাতে পারেনি। 'পেলে' শুনেই ঘুরে গিয়ে ছাত্রটির মুখে এক ঘুঁষি! ব্যাস, তারপর যা হওয়ার তাই হল। দিনকয়েকের জন্য সাসপেন্ড করে দিল স্কুল। বাকি ছাত্ররা বুঝে গেল এটা বললেই রেগে আগুন হয়ে উঠবে ছেলেটি। সেই শুরু। বাধ্য হয়েই অপছন্দের নামটিকে মেনে নিতে হল। এডসন আরান্তেস ডো নাসসিমেন্টো

নাম ছাপিয়ে ক্রমশ পেলে নামেই বিশ্বজুড়ে মিলল পরিচিতি। বেড়ে ওঠার দিনগুলোয় অবশ্য এডসন নামটা তাঁর কাছে ছিল গর্বের। বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের নামের সঙ্গে মিল রেখে হয়েছিল এই নামকরণ। ১৯৪০ সালে পেলের জন্মস্থান ত্রেস কোরাকোস গ্রামে বিদ্যুৎ আসে। সেই লগ্নেই জো রামস ডো নাসসিমেন্টোর ঘরে জন্ম। এডিসনকে শ্রদ্ধা জানিয়েই নাম শুরু হল 'এডসন' দিয়ে। অপছন্দের নামটি সঙ্গী হয়ে ওঠার আগেও কয়েকটি ডাক নাম ছিল পেলের। যেমন ডিকো এবং এক সঙ্গীতশিল্পীর নাম ধার করে রাখা 'গ্যাসোলিনা'। কিন্তু স্থায়ী হল বাবার ফুটবলার বন্ধু 'বিলে' অনুকরণে রাখা পেলে নামটাই। বিলে কোনওভাবে অপভ্রংশে পেলে হয়ে ওঠে। সেই নামটাই ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোদাই হয়ে গেল ফুটবল ভক্তদের মনে। মৃত্যুর পরও নামটা চকমকির মতো স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। যতদিন দু'পায়ের এই খেলা বেঁচে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পেলে নামটা দাপিয়ে যাবে মাঠ। তবে শেষ দিকে পেলে মেনে নিয়েছিলেন যদি এডসন নামটা থাকত, তাহলে হয়তো তিনি বিশ্বসেরা নাও হতে পারতেন। এই একটা অপভ্রংশ নাম কিভাবে যে তার জীবনে চলার পথ বদলে দিয়েছিল সেটা নিজে বেঁচে থেকেও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ফুটবল সম্রাট।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত